ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■6 January, 2024 ■আগরতলা ৬ জানুয়ারি ২০২৪ ইং ■২০ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৩ম বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশনে

রাজ্যবাসীর সার্বিক বিকাশে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রাজ্যবাসীর সার্বিক বিকাশে স্বচ্ছতা ও স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে রাজ্য সরকার গত বছরের আগস্ট মাসে সাধারণ প্রশাসন (সুশাসন) দপ্তর গঠন করেছে। এই দপ্তরের অধীনে নীতি আয়োগের নির্দেশিকা অনুসারে স্টেট সাপোর্ট মিশনে গঠিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সাফল্যের অনুঘটক চিহ্নিত করে আর্থিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা নেবে। আজ ১৩তম বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরার সুশাসন সংক্রান্ত উদ্যোগের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া। সুশাসনের এই উদ্যোগে সরকারি কার্যালয়গুলিকে ডিজিটাইজডকরার জন্য ই-অফিস চালু করে রাজ্য সরকার এক বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, সমাজের সকল অংশের মানুষের বিকাশ ও দেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিষেবা পৌছে দেওয়া, জনকল্যাণে উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দক্ষ নেতৃত্বে দেশ ২০২৬-এর মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের অর্থনীতি গড়ে তোলার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

বিধানসভায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান চালু করার জন্য ভারত সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মূলতঃ বিশেষভাবে চিহ্নিত দুর্বল শ্রেণীর জনজাতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় দুই বিধায়কের প্রয়াণে স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। বিধায়ক সুরজিত দত্ত এবং বিধায়ক শামসুল হকের মৃত্যুতে আজ রাজ্য বিধানসভায় শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রয়াত দুই বিধায়কের স্মৃতিচারণ করে তাঁদের দীর্ঘ রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডের তথ্য তুলে ধরে শ্রদ্ধা জানান। তিনি প্রয়াত দুই বিধায়কের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সব শেষে বিধানসভার সদস্যগণ দুই মিনিট দাঁড়িয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী কলেজ গুলিতে ২৮৯ জন ফ্যাকাল্টির ঘাটতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। রাজ্য সরকার পরিচালিত সাধারণ ডিগ্রি, পেশাদার কলেজ এবং ডিপ্লোমা স্তরের প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২৮৯ জন ফ্যাকাল্টির ঘাটতি রয়েছে। শুক্রবার ১৩তম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের উত্থাপিত প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য দিয়েছেন। তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ বাড়ল, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ বেড়েছে। প্রত্যেক বিধায়কের ওই তহবিল ৫০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৭৫ লক্ষ টাকা হয়েছে। আজ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা ওই ঘোষণা দিয়েছেন। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল খাতে প্রত্যেক বিধায়কের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। তাতে, রাজ্যের মোট ৬০ জন বিধায়কের ৩০ কোটি

টাকা ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু, বিধায়কএলাকা উন্নয়ন তহবিল দীর্ঘদিন ধরেই বাড়ানোর দাবি উঠছিল। তাই, এখন থেকে আরও ২৫ লক্ষ টাকা প্রত্যেক বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তাতে, অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকার প্রয়োজন রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণা বিরোধীরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা এবং সিপিএম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা করা হোক। সাথে দীপঙ্কর বাবুর খোঁচা, ছয় মাস ধরে আবেদন জানানো সত্বেও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর হচ্ছে না।

রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত

মোট ভোটার ২৮,৫৬,৯২৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২৪-কে ভিত্তি বছর ধরে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটার রয়েছেন ২৮,৫৬,৯২৫ জন। যার মধ্যে ১৪,৩৫, ১৭২ জন পুরুষ, ১৪,২১,৬৭৯ জন মহিলা এবং ৭৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের। ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর মূল দিকগুলি হচ্ছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ১৮-১৯ বছর বয়সী মোট ৩২,২১৮ জন নতুন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ১৭,৪৫৪ জন হচ্ছেন পুরুষ ও ১৪,৭৫৮ জন মহিলা এবং ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের। মহিলাদের নাম নথিভুক্তির উপর জোর দেওয়াতে লিঙ্গ অনুপাতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। খসড়া তালিকায় লিঙ্গ অনুপাত ছিল ৯৮৯ জন, যা চূড়ান্ত তালিকায় বেড়ে দাঁড়ায় ৯৯১ জন। ভোটার তালিকা থেকে মোট ১৩, ২৩১ জন মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সমস্ত ভোট কেন্দ্রে, নির্দিষ্ট স্থানে, মহকুমা শাসক, জেলা শাসকের অফিস এবং তহশিল অফিসেও দেখা যাবে। তবে যারা বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার সুযোগ নিতে পারেননি তারা ৬ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। এক যুবককে মারধোর করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে এক রিহাব সেন্টারের বিরুদ্ধে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। মৃত যুবকের নাম আকাশ দেব(১৯)।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আকাশ দেব প্রায়শই নেশায় আচ্ছন্ন থেকে বাড়ি ঘরে ঝামেলা করত। আকাশকে সুস্থ করে তুলতে গত চার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকারের তরফ থেকে পাট সংস্থা, পাট কারিগর এবং কৃষকদের জন্য বড় উপহার

Bharat tex 2024 Global Textile Expo New Delhi | Feb 26-29 TEXTILES FASHION SUSTAINABILITY

JUTE MARK INDIA

পাটসন ভবন

উদ্বোধন করবেন

শ্রী পীযূষ গয়াল

মাননীয় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প, ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও সর্বজনীন বিতরণ এবং বস্ত্র মন্ত্রী, সরকার ভারত

মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতি

শ্রীমতি দর্শনা বিক্রম জারদোশ

মাননীয় কেন্দ্রীয় রেল এবং বস্ত্র রাজ্য মন্ত্রী, ভারত সরকার

স্থান:
সিএফ ব্লক, অ্যাকশন এরিয়া - ১,
নিউ টাউন, কলকাতা-৭০১৫৬
তারিখ - ৬ জানুয়ারী ২০২৪, সকাল ১০:৩০ মিনিট

cbc 41117/15/0001/2324

পাটসান ভবনের বৈশিষ্ট্য

■অত্যাধুনিক ইমারত ■জুট কমিশনার, ন্যাশনাল জুট বোর্ড এবং জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের অফিসের প্রধান ভবন ■পাট শিল্পকে নির্বিঘ্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য ৪০ লক্ষ পাট চাষী, ■৪ লক্ষ অ্যামিকাস এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা পাটকল শ্রমিকদের জন্য একটি একক অবস্থান থেকে আরও ভালো সমন্বয়ের সুবিধা, ■ পাট কারিগর এবং তাদের কন্যাদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, ■ রপ্তানিকারক এবং উদ্যোক্তাদের আধুনিক এবং বাজারজাতযোগ্য ডিজাইন প্রদানের জন্য ইন-হাউস জুট ডিজাইন এবং রিসোর্স সেন্টার

পাট খাতের অর্জন

■কেন্দ্রীয় সরকার এখন প্রতি বছর ১২০০০ কোটির বেশি মূল্যের পাটের ব্যাগ ক্রয় করে ■২০২৩ -২৪ এর মধ্যে কাঁচা পাটের এখন পর্যন্ত সরব বৃহৎ এম এন পি এর মধ্যে I -CARE -এর অধীনে ৪ লক্ষেরও বেশি কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ■ ৮০০ জনেরও বেশি পাট কারিগর/ ডব্লিউ এস এইচ জি পাটের বৈচিত্র্যকরণে প্রশিক্ষন দিয়েছে ■পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, ১২ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি ■৩৫০০ কোটির বেশি পাট পণ্য রপ্তানি ■১৫০০ কোটির বেশি ধরনের পাট পণ্যের রপ্তানি

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৯১ ▫ ৬ জানুয়ারি ২০২৪ ইং ▫ ২০ পৌষ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতির দ্রুততম বৃদ্ধি

বিশ্বের উন্নত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অনেকটাই পিছনে ফেলিয়া ভারত অর্থনৈতিক দিক দিয়া অনেকটাই সচ্ছলতার প্রমাণ দেখাইয়াছে। ইহা ভারত ও ভারতবাসীর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এই স্বীকৃতির জন্য শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার একাই সফলতার দাবি করিতে পারিবে না। প্রতিটি রাজ্য সরকার এবং দেশের জনগণ দেশের অর্থনীতিকে সচ্ছল রাখিবার জন্য নিজ নিজ কর্ম স্বাভাবিকভাবে চালাইয়া গিয়াছেন। বিশেষ করিয়া করুণা পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব যখন প্রায় স্তব্ধ হইয়া পরিবার উপক্রম ঠিক সেই সময়ও ভারতের প্রতিটি মানুষ বেশি উৎপাদন যথাযথভাবে পরিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের অন্যতম মূল চাবি কাঠি হইল কৃষি ব্যবস্থা। দেশে শিল্প কোন কারখানা থাকলেও কৃষিকে বাদ দিয়া দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি কল্পনা করা যায় না। কেননা কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষের প্রতিটি কৃষক উন্নয়নে মনোযোগী। এরই সুফল দেখিতেছেন দেশের জনগণ। আগামী দিনগুলিতেও দেশের কৃষকদের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য অবশ্য দেশের কেন্দ্রীয় সরকারকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত পরিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত করা সম্ভব হইলেই দেশের উন্নয়নের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

অর্থনীতিগুলির ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে ভারত। মোদি সরকারের দাবিতেই সিলমোহর দিল রাষ্ট্রসংঘ। বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা ২০২৪ শীর্ষক এক রিপোর্টে রাষ্ট্রসংঘ জানাইয়াছে, ২০২৪ অর্থবর্ষেও বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে বৃদ্ধির নিরিখে ভারতই দ্রুততম হইতে চলিয়াছে।রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৪ সালে ভারতের সার্বিক বৃদ্ধির হার অর্থাৎ জিডিপি হার হইবে ৬.২ শতাংশ। যদিও এই হার ২০২৩ সালের থেকে সামান্য কম। ২০২৩ সালে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি হইয়াছে ৬.৩ শতাংশ হারে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নির্মাণ থেকে খনন কিংবা পরিষেবা ক্ষেত্রে ভালো পারফরম্যান্সেই এই সাফল্য বলিয়া মনে করা হইতেছে। সেই সঙ্গে উপভোক্তার চাহিদা বৃদ্ধি কিংবা পরিষেবা ক্ষেত্রে চাহিদার মতো নানা ইস্যুও উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছে বলিয়াই অভিমত বিশেষজ্ঞদের। করোনার জেরে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি থমকিয়া যাইবে বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ। কিছু সমীক্ষার ফলাফলেও সে ইঙ্গিত মিলিয়াছিল। যদিও রাষ্ট্রসংঘের এই সমীক্ষা সে ধারণার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতেরই আর্থিক বৃ দ্রুততম। অন্য বড় অর্থনীতিগুলি করোনার ধাক্কা এখনও সামলাইতে পারেনি। চিনও এ বছর বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ভালোমতো ধাক্কা খাইয়াছে।২০২৩ সালে গোটা বিশ্বের উপরই মন্দার আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কা কাটিয়াছে। তবে বিশ্বের সার্বিক বৃদ্ধির হার এখনই বাড়িতেছে না। ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সার্বিক আর্থিক বৃদ্ধি হইতে পারে ২.৭০ শতাংশ, পূর্বাভাস দিয়াছে রাষ্ট্রসংঘ।

চিল্লাই কালান"-এর অধীনে কাশ্মীর, ৬-৭ জানুয়ারি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উপত্যকায়

শ্রীনগর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভূস্বর্গ এই মুহূর্তে ৪০-দিন ব্যাপী "চিল্লাই কালান"-এর অধীনে, যা শেষ হবে আগামী ৩০ জানুয়ারি। এই মুহূর্তে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু থেকে কাশ্মীর, লেহ থেকে দ্রাস-সর্বত্রই জমজমাট ঠান্ডা। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৬-৭ জানুয়ারি পর্য্যন্ত প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে পারে কাশ্মীরে। এরপর ৮ জানুয়ারি সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ৯-১০ জানুয়ারি পর্য্যন্ত সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে পারে।

সমগ্র কাশ্মীর এই মুহূর্তে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে, প্রবল শৈত্যপ্রবাহে জনজীবন বিপর্য্যস্ত। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আগুনের তাপ কার মানুষজন। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, পহেলগাম থেকে কাজিগুন্দ সর্বত্রই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা রয়েছে। হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা থাকার কারণে জল জমে বরফ হচ্ছে কাশ্মীরে, শ্রীনগরের ডাল লেকে বরফের হালকা আস্তরণ জমে গিয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে ফের বদলাবে আবহাওয়া, তিলোত্তমা থেকে উধাও হবে শীতের আমেজ

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, পূবালী হাওয়ার প্রভাবে বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ ফের ঠান্ডা কমবে; পরিবর্তে বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। তবে, ১০ জানুয়ারির পর আবারও কমতে পারে তাপমাত্রা। শুক্রবার একধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছেছে ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে আপাতত সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে। কলকাতায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমের এই সমস্ত জেলাগুলিতে ৬ তারিখ পর্য্যন্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে। মালদহ, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার উত্তরবঙ্গে এই সমস্ত জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশা থাকবে। ৬ তারিখের পর বদলাবে পরিস্থিতি।

শীতে অতি ব্যস্ত শিউলিরা, খেজুর গাছে হাঁড়ি বেঁধে জোগান দিচ্ছেন রস ও গুড়ের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): শীত মানেই খেজুরের রস, এই সেই খেজুর রস থেকেই তৈরি হয় নলেন গুড়, পাটালি-সহ নানারকম গুড়। শীতের এই ভরা মরশুমে এখন অতি ব্যস্ত শিউলিরা। খেজুর গাছে হাঁড়ি বেঁধে জোগান দিচ্ছেন রস ও গুড়ের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা হোক অথবা বীরভূম, কিংবা পুরুলিয়া-সর্বত্রই এখন এই দৃশ্যের দেখা মিলছে। খেজুর গাছে হাঁড়ি বেঁধে রসের জোগান দেন শিউলিরাই। সেই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় নলেন গুড়। পরিশ্রমসাধ্য কাজ, মাস তিনেকের পেশা। লাভের পরিমাণ সামান্যই। তবুও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন শিউলিরা।

তবে, খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহে অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। যা মাস খানেক আগেই সেরে রাখেন শিউলিরা। এখন সেই গাছ থেকে রস সংগ্রহ চলছে, রস জ্বাল দিয়ে তৈরি করছেন গুড়।

প্রতীকবাদী আন্দোলনের কবি স্টিফেন মালার্মে

হোসেইন আজিজ

শিল্প-সাহিত্যের তীর্থভূমি ফ্রান্সের প্যারিসে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন কবি স্টিফেন মালার্মে। ফরাসি এই কবি ছিলেন বই ও কল্পনার পূজারী। বইকে তিনি শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে দেখতেন। পবিত্রতা ও সুন্দরের শিল্পচর্চা করেছেন আজীবন। কবিতাকে তিনি 'সঙ্কটরাজ্যের ভাষা' মনে করতেন। তাই বলেছিলেন — চড়বঃৎু রং ঃযব ষধহমঁধমব ড়ভ ধ ংঃধঃব ড়ভ পৎরংরং!

মালার্মেকে বলা হয়ে থাকে ফ্রান্সের প্রতীকবাদী লেখকদের শিক্ষক ও আধুনিকতাবাদের অগ্রদূত। তাঁর কবিতায় ছিল জটিল সাংকেতিক তত্ত্ব, যা তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। কিন্তু তিনি দারুণভাবে প্রশংসিত ছিলেন তাঁর নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মালার্মে ছিলেন প্রতীকবাদী শিল্প আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পধারা, ভবিষ্যতবাদ, সাহিত্য, পরাবাস্তববাদী চিন্তাচেতনা প্রভৃতি ছিল তাঁর প্রতীকবাদী ধ্যানধারনা দ্বারা প্রভাবিত।

মালার্মের কবিতা সঙ্গীতপূর্ণ এবং বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর সৃষ্টি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছ। তিনি মনে করতেন প্রতিটি আত্মাই সংগীতপূর্ণ যার প্রয়োজন পুনর্নবীকরণ। মালার্মের ধমণীতে প্রবহমান অনুভূতির উত্তাপ সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জোরিস কার্ল হাইন্সম্যান এক পত্রে লিখেছেন এগুলি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম এবং যার গুণগত মান ছিল সমস্ত গদ্য-পদ্যের চেয়ে অনেক বেশি। ওই সবই চমৎকার শিল্পশৈলী যা নিজেই শান্তশীতল ইন্দ্রজাল দুর্নিবার উন্মাদক সুর সম্মোহক ভাব, স্পন্দিত আত্মা এবং যার সাথে জড়িয়ে আছে স্ফূরিত স্নায়ু যা তোমাকে প্রবলভাবে স্পন্দিত করে তোলে যন্ত্রণাদায়ক পরমানন্দে।

মালার্মে তাঁর লেখালেখির শুরুতে কবি শার্ল বোদলেয়ার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে মালার্মের রচনা কবিতা ও শিল্পকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, যা পরবর্তী শতাব্দীর শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্য বর্ধনে অনুকরণীয় হয়েছিল। বিষয় উদ্ভাবন ও শব্দবিন্যাস অন্বেষণ করার সাথে সম্পর্কিত ছিল তাঁর শেষের দিকের বেশিভাগ রচনা। বরেণ্য প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক রোনাল্ড বর্থেস তাঁর 'দি ডেথ অব দি অথার' প্রবন্ধে মালার্মের রচনা সম্পর্কে বলেছেন মালার্মে সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে বরং একজন লেখকের স্বতন্ত্র মনোভাব উৎপাদন, স্থাপত্য চিত্রের বিনির্মাণ অনুসরণ করে ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত পথ এবং উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি, পদ বিন্যাসের দিকে নজর দেয়া, চিত্র, শব্দ, শব্দার্থ বিদ্যা, ব্যাকরণ, এমনকি ব্যক্তিগত চিঠি এবং রচনার বিষবস্তু ইত্যাদি নির্গত হওয়ার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

কবি, দার্শনিক ও গাণিতিক পল ভ্যালেরি মালার্মেকে গুরু মানতেন। মালার্মের প্রভাবে তিনি বিশ্বকে দিতে পেরেছেন এক সৌন্দর্য-তত্ত্ব। মালার্মে কেবল কবিতার পরিবর্তনই করেননি, রূপান্তরও করেছেন। পল ভ্যালেরির মতে তা 'মৌলিকত্ব'। শার্ল বোদলেয়ারকে প্রতীকবাদী সাহিত্য ধারার অগ্রদূত বলা হলেও ঊনিশ শতকের শেষের দিকে স্টিফেন মালার্মে সাহিত্যে দূরদর্শনধারা, কবিতা ও অন্যান্য শিল্পকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, যেকারণে তিনি পরবর্তী শতাব্দীর শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অনুকরণীয় হয়েছিলেন।

মালার্মে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলেও তাঁর প্রতীকবাদী আন্দোলন ও সামসময়িক কবিতায় তাঁর উৎপাদিত তন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকারু বুননে সক্ষম হয়েছিল। প্রতীকী ভাষার মাধ্যমে তাঁর কবিতা প্রকাশ করেছিল তাঁর বিশ্বাস, যা ছিল ব্যাখ্যাতীত কবিতায় স্বজ্ঞানে বর্ণিত। মালার্মে সম্পর্কে গাই মিসহার্ড বলেছেন, মালার্মে ফ্রান্সের তিন শতাব্দীর যুক্তিবাদী অলংকারশাস্ত্র এবং তার সাথে সংযুক্ত রোমান্টিকতার বর্ম থেকে কবিত্ব ব্যঞ্জনাকে বিমুক্ত করেছিলেন। তিনি মনে করেন কবি ও লেখকদের কাজ হলো রহস্যময় পৃথিবীর পাঠোদ্ধার করা। মালার্মে মূর্ত পৃথিবীর ঘটনাবলিকে নিয়ে বর্ণনাত্মক কবিতা না লিখে বিমূর্ত পৃথিবীকে কবিতারূপে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন, যা ছিল একটি অসম্ভব কাজ।

১৮৮০ সাল থেকে মালার্মে তাঁর বাড়িতে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করতেন। 'মারদিস' নামের সেই আড্ডায় তৎকোলীন প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পীরা যোগদান করতেন। মালার্মে সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কীভাবে শব্দকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তার বর্ণনা করতেন। শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করতেন। সেই সময়ের লেখকদের উপর তিনি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এভাবেই তিনি সাহিত্য দর্শনে নিজস্ব একটা বলয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাতীত শব্দের প্রয়োগ, যার সাথে মানুষের পৃথিবীর সবকিছু সংস্পর্শহীন এবং মৌলিকত্ব শূন্য। তাঁর মতে প্রকৃত পৃথিবীর মধ্যে সৌন্দর্য গুণের ভিত্তি নেই, রয়েছে নিছক আড়ম্বরপূর্ণ সৌন্দর্যের ব্যাপ্তী মাত্র। তাই তিনি লিখেছেন, 'বস্তু গঠনে আমরা নিছক ব্যর্থ, কিন্তু স্রষ্টা এবং আমাদের আত্মার উদ্ভাবনের ব্যাপারে উচ্ছসিত'। ফরাসি কবিতারাজ্যে ভিন্ন ধরনের সুর আনয়নকারী প্রতীকবাদী আন্দোলনের এই কবি স্টিফেন মালার্মে ১৮৯৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ব্যতিক্রমী চিন্তা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের চর্চায় বিশ্বসাহিত্যের একটি অনড় আসন আজও দখল করে আছেন।

একাত্তরের সেই ছেলেটি

অয়েজুল হক

সোহানকে হামিদ সাহেব কিশোর বলে ডাকেন। দিনরাত কিশোর কিশোর বলে চিতকার করেন। সোহান মাঝে মাঝে রাগ করে বলে, আমার নাম সোহান। তুমি আর কিশোর বলবে না।

হামিদ সাহেব মুখে হাসি নিয়ে বলবেন, আট দশ বছরের ছেলেকে কেউ যুবক বলে না। কিশোর বলে।

-বেশ, আশি বছরের বুড়ো মানুষকে আমি আর দাদু বলবো না। বুড়ো বুড়ো করে ডাকবো।

হামিদ সাহেব গালভরা হাসি দেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এই সোহান ছেলেটো তার একাকীত্বের অভাব দূর করছে। করোনার দীর্ঘ ছুটিতে সে প্রায় সারাক্ষণ হামিদ সাহেবের পাশেই ছিল। দাদুর সাথে তার গল্পের যেন শেষ নেই। দীর্ঘ দেড় বছর পর স্কুল খুলেছে। পরীক্ষা হবে। দীর্ঘদিনের রেশ কাটিয়ে এ এক আনন্দ উৎসব। স্কুল খোলায় হামিদ সাহেবের আনন্দ যেমন আছে একটা লুকানো কষ্ট ও আছে। সোহান কে কাছে না পাওয়ার কষ্ট। সোহান সারাদিন স্কুল নিয়ে ব্যস্ত, রাতে পড়াশোনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নামার পরে সোহান হাজির হয়। কাল স্কুল বন্ধ দাদু আজ খুব মজা হবে।

হামিদ সাহেব হাসেন, আজ তোকে বিজয়ের গল্প শোনাবো।

-বেশ শুরু কর দাদু।

হামিদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করেন, শোন আমি ছিলাম কমান্ডার। তেত্রিশ জনের একটা ছোট দল। তখন তো আর মোবাইলের যুগ না। যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চিঠি।

-হু।

-প্রায় সবাই বাড়িতে বলে এসেছিল, একটা দেশ নিয়ে ফিরবো অথবা ফিরবো না। একদিন গভীর রাত। তখন তো ঝোপঝাড় সবদিকে। রাস্তার অবস্থা এই খালবিল, এই রাস্তা।

সোহান হাসে। তারপর?

-সকালের আলো আসার আগেই বর্ডার পেরিয়ে পৌঁছে যাই ভারত। মুক্তি বাহিনীতে নাম লেখানোর পর মালদাহর গোরবাগানে তের চৌদ্দদিন চলে লেফট রাইট। সেখান থেকে শিলিগুড়ির পানিঘাটায় এক মাসের ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেয়। তরঙ্গপুরের কালিয়াগঞ্জে চলে ভারী অস্ত্রের ট্রেনিং, যুদ্ধের কলাকৌশল। এক নোঙ্গরে হাজার হাজার মানুষের সমাগম, খাওয়া। দুইটার খানা মিলত চারটায়।

-তোমার তো অনেক কষ্ট হতো দাদু।

-আরে কিসের কষ্ট! মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, আমার দেশ ও মানুষের মুক্তি।

জীবনের মায়া ত্যাগ করেই চলে আমাদের গেরিলা কার্যক্রম। আমরা অপারেশন করি সাত নম্বর সেক্টরের লালপুর, ভেড়ামারা, সুজানগর, ঈশ্বরদী প্রভৃতি এলাকায়। সারাদিন ইনফরমেশন, রাতে চোরাগোপ্তা হামলা করাই ছিল আমাদের কাজ।

-যুদ্ধের ট্রেনিং কেমন হয়েছিল দাদু? মাঝখানে প্রশ্ন করে সোহান।

-ট্রেনিং মানে একেবারে গেরিলা ট্রেনিং। মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলার সময় হামিদ সাহেবের চোখ দুটো চকচক করে। মুখে থাকে খুশির আভা। একদিন একটা ছেলে ঠিক তোর বয়সী হবে।

-হু।

ক্যাম্পে এসে বলে, আমি যুদ্ধ করতে চাই।

ছোট ছেলে বলে ওকে আমার কাছে পাঠায়।

-কী নাম তোমার।

-আমার নাম কিশোর।

-তুমি তো বয়সেও কিশোর। তা কী বলতে চাও?

ছেলেটা কী আস্থা আর সাহসী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল জানিস?

-না।

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, একটি স্বাধীন ভূখন্ড। বিজয়।

-তারপর?

কিশোর বলে, আমি যুদ্ধ করতে চাই।

আমি বলি,তুমি ছোট মানুষ। যুদ্ধ পারবে না।

কিশোর বলে, সে যদি নাই পারি আপনাদের পিছু পিছু ঘুরতে তো পারবো।

নাছোড়বান্দা। একটা গল্প বলা শুরু করে, এক রাতে তার মাকে তুলে নেওয়ার গল্প।

-কিভাবে তুলে নিল দাদু?

বলছি শোন। কিশোর তখন ঘুমিয়ে ছিল। মায়ের তীব্র চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখে বাড়ির বাইরে থেকে শব্দ আসছে। মেঝেতে পড়ে আছে পিতার রক্তাক্ত লাশ। সম্ভবত ধারালো অস্ত্রে জবাই করা হয়েছে। শরীর কেপে ওঠে কিশোরের। ছোট মানুষ নিজেকে সামলে যতক্ষণে বাইরে যায় ততক্ষণে তার মাকে নিয়ে চলে গেছে। কিশোর জানতে পারেনি তার মায়ের অবস্থা।

-আজও জানেনা?

হামিদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন,সেটা আমি বলতে পারবো না।

-তারপর?

-পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল রাজাপুরের মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল। সেখান থেকেই তারা অপারেশন চালাত। নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রধান প্রধান সড়ক পথ গুলো বন্ধ হয়ে যায়।

-কিভাবে!

-অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম বড় বড় ব্রিজ গুলো।

-ওরা আসতো কিভাবে?

-ওই যে বললাম, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার ওদের সবচেয়ে বড় ঘাটিতে আক্রমণ করবো।

-রাজাপুরের মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালে?

-হু।

-আচ্ছা।

-সেদিন আমাবস্যার ঘন কালো অন্ধকার রাতে আমরা তিন দলে ভাগ হয়ে ধীরে ধীরে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাই।

-সেই ছেলেটা -কিশোর?

-হু।

-ও তো সবসময় আমার সাথে সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকতো।

- সেদিনও ছিল?

-ছিল, তবে আমরা আক্রমণ শুরু করার পর ওকে আর দেখিনি।

-আচ্ছা।

-আমরা আক্রমণ শুরু করতেই ওরা ভেতর থেকে পাল্টা আক্রমণ করে। তিনতলা বড় বিল্ডিং। আমাদের ধারণা ছিল ওরা বেরিয়ে আসবে। সেটা না করে ওরা বিল্ডিংয়ের দোতলা, তিনতলা, ছাদ থেকে নিচে গুলি ছোড়ার উৎস চিহ্নিত করে হামলা করছিল। ওদের সুবিধাজনক অবস্থায় আমরা কিছুটা পিছনে সরে আসতে বাধ্য হই। পয়তাল্লিশ মিনিট গোলাগুলির পর হঠাৎ অবাক করা ঘটনা ঘটে যায়।

কী!

নিচতলায় কয়েকটা গুলির শব্দ। আর্তনাদ। তারপর বিকট বিস্ফোরণ। একটা প্রথমে তারপর একটার পর একটা বিস্ফোরণ হতে থাকে। কয়েক মিনিটে পুরো বিল্ডিং ধ্বসে পড়ে।ভেতর থেকে প্রথমে আর্তনাদ এরপর শুনশান নিরবতা। সোহান বড় বড় চোখ করে দাদুর দিকে তাকিয়ে বলে, তারপর!

-ওদের সলিল সমাধি ঘটে যায়।

-এটা কিভাবে হলো দাদু?

-ওই যে কিশোর।ও গিয়েছিল চুপিচুপি।গোলাগুলির ভেতর চুপটি করে নিচতলায় ঢুকে প্রথমে হত্যা করেছিল গুলাবারুদ রক্ষার দায়িত্বে থাকা লোকদের। তারপর সেখানে মাইল বিস্ফোরন ঘটায়। মাইনের সাথে ওদের অস্ত্রাগারে থাকা বিস্ফোরক গুলো একে একে বিস্ফোরিত হয়। মাটির সাথে মিশে যায় পুরা ভবন। -এটা যে কিশোর করেছে কিভাবে বুঝলে দাদু?

দাদুর চোখটা অশ্রুসিক্ত হয়। ভারী গলায় বলেন,ক্যাম্পে ফিরে ক্লান্ত দেহে যখন ঘুমাতে যাব, দেখি বালিশের নিচে একটা কাগজ। খুলে দেখি কিশোরের কাচা হাতের লেখা, স্যার আমি যদি আজ হারিয়ে যাই কষ্ট পাবেন না। আমি আমার মাকে নিয়ে একদিন ঠিকই ফিরে আসবো। -এসেছিল? -না, আসেনি এখনো। আসেনি বলেই আমি তোর ভেতর কিশোর কে খুঁজি। ফাহিমের চোখ দুটো চকচক করে।সাহসী গলায় বলে,আমি ভয় পাব না। অনেক বড় হব। দাদু তুমি দোয়া কর, আমি তোমার একাত্তরের সেই ছেলেটা। কিশোর। কথা শেষ করেই ফাহিম কেন যেন চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়।হামিদ সাহেব ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ফাহিমের ভেতর খুঁজে পান কিশোরের প্রতিচ্ছবি।

কবি মলয় রায় চৌধুরী ও হাংরি আন্দোলন

১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন মলয় রায় চৌধুরী, সমীর রায় চৌধুরী ,শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং হারাধন ধারা ওরফে দেবী রায়। এ আন্দোলনে প্রায় চল্লিশজন কবি, লেখক ও চিত্রশিল্পী এই আন্দোলনে যোগ দেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিনয় মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত,

এই আন্দোলনটি ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম আন্দোলন, যা ১৯৬০ এর দশকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত হয়। হাংরি আন্দোলন একটি সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাহিত্যের প্রলয়ংকারী তুফান হিসাবে আছড়ে পড়েছিল। বাঁধ ভাঙ্গার আওয়াজ তুলে ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের যে একমাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে তার নাম হাংরি মুভমেন্ট বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন। স্পেংলার বলেছিলেন, একটি সংস্কৃতি কেবল সরলরেখা বরাবর যায় না; তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়। তা হল জৈবপ্রক্রিয়া, এবং সেকারণে সমাজটির নানা অংশের কার কোনদিকে বাঁকবদল ঘটবে তা আগাম বলা যায় না। যখন কেবল নিজের সৃজনক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, তখন সংস্কৃতিটি বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়। তার সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে গেলে, তা বাইরে থেকে যা পায় ত-ই আত্মসাৎ করতে থাকে, খেতে থাকে, তার ক্ষুধা তখন তৃপ্তিহীন। সেকারণে মলয় রায়চৌধুরীকে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা। হাংরি আন্দোলনকারীদের মনে হয়েছিল দেশভাগের ফলে উনিশ শতকের মণীষীদের পর্যায়ের বাঙালির আবির্ভাব আর সম্ভব নয়। সেকারণে হাংরি আন্দোলনকে তারা বললেন কাউন্টার কালচারাল আন্দোলন, এবং নিজেদের সাহিত্য কাউন্টার ডিসকোর্স। তারা বললেন, ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছিল একরৈখিক ইতিহাসের ধারণার বনেদের ওপর; কল্লোল বা কৃত্তিবাস গোষ্ঠী যে নবায়ন এনেছিলেন সে কাজগুলো ছিল কলোনিয়াল ইসথেটিক রিয়্যালিটি বা ঔপনিবেশিক বাস্তবতার চৌহদ্দির মধ্যে, কেন না সেগুলো ছিল যুক্তিগ্রন্থনা-নির্ভর, এবং তাঁদের মনোবীজে অনুমিত ছিল যে ব্যক্তিপ্রতিস্বের চেতনা ব্যাপারটি একক, নিটোল ও সমন্বিত।

হাংরি আন্দোলনকারিরা প্রধানত এক পৃষ্ঠার বুলেটিন প্রকাশ করতেন। যেগুলো পাটনা থেকে প্রকাশিত, সেগুলো ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। কখনও বা পোস্টকার্ড, পোস্টার এবং এক ফর্মার পুস্তিকা প্রকাশ করতেন। এক পাতার বুলেটিনে তারা কবিতা, রাজনীতি, ধর্ম, অশ্লীলতা, জীবন, ছোটগল্প, নাটক, উদ্দেশ্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইশতেহার লেখা ছাড়াও, কবিতা, গদ্য, অনুগল্প, স্কেচ ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন। বুলেটিনগুলো হ্যান্ডবিলের মতন কলকাতার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস, পত্রিকা দফতর, কলেজগুলোর বাংলা বিভাগ ও লাইব্রেরি ইত্যাদিতে তারা বিতরন করতেন। ১০৮টি বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছিল, যার মাত্র কয়েকটি 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি' এবং ঢাকা বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষণ করা গেছে। আমেরিকা ও ইউরোপে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন বিশেষ হাংরি আন্দোলন সংখ্যা প্রকাশ করেছিল যা ওই বয়সের কবি লেখকদের জন্য নিঃসন্দেহে অকল্পনীয়। কলকাতায় এই ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল: ইহা কি বেহুদা পাগলামি?, দেবদূতেরা কি ভয়ংকর, চতুষ্পর্ণা, সাহিত্যে বিটলেমি কী এবং কেন?, হা-ঘরে সম্প্রদায়, কাব্যচর্চার নামে বিকৃত যৌন লালসা, পুলিশি বেটন কি শিল্প বিচার করবে?।

হাংরি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের হয় ১৯৬৪ সালে এবং তা চলে ৩৫ মাস, অর্থাৎ ১৯৬৭ পর্যন্ত। ১২০বি এবং ২৯৪ ধারা তুলে নিয়ে কেবল ২৯২ ধারায় চার্জশিট দেয়া হয় মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে তার প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার কবিতাটির জন্য ; বাদবাকি সবাইকে রেহাই দেয়া হয়। নিম্ন আদালতে সাজা হলেও, তিনি উচ্চ আদালতে মামলা জিতে যান। কিন্তু মোকাদ্দমাটির কারণে মলয় রায়চৌধুরী খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনটি নিয়ে মলয় রায়চৌধুরী হাংরি কিংবদন্তি নামে একটি গ্রন্থে আন্দোলনের ইতিহাস তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। পরবর্তীকালে প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নথিপত্র, আদালতে সাক্ষ্য, আদালতের রায় এবং হাংরি আন্দোলনকারীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রকাশিত হয় হাংরি আন্দোলন গ্রন্থ। এ আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা রাখায় তাকে উপাধি দেওয়া হয় ক্ষুধার্ত প্রজন্মের পিতা।

১৯৬৩ সালের শেষার্ধে সুবিমল বসাক, দেবী রায় ও মলয় রায়চৌধুরীর কিছু-কিছু কার্যকলাপের কারণে হাংরি আন্দোলন বাঙালির সংস্কৃতিতে প্রথম প্রতিষ্ঠান বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হয়। বহু আলোচক হাংরি আন্দোলনকারীদের সে সময়ের কার্যকলাপে ডাডাবাদের প্রভাব লক্ষ করেছেন। এই কারণে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সতীন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করেন।

হাংরি আন্দোলনের অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচক বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে এম ফিল এবং পি আইচ ডি গবেষণা হয়েছে।

(১) পত্রিকার নামকরণ : হাংরি আন্দোলনের পূর্বে পত্রিকার নাম হতো কবিতা, পূর্বাশা, অরণি কৃত্তিবাস, অগ্রণি, শতভিষা,উত্তরসূরী, ধ্রুপদী, সংবাদ, ক্রান্তি, চতুরঙ্গ ইত্যাদি। হাংরি আন্দোলনকারীরা যে-ধরনের নাম রাখার চল করলেন তা বৈপ্লবিক। ফলে তার পর থেকে পত্রিকার নামকরণে বিপুল পরিবর্তন ঘটল। যেমন, কৌরব, আবার এসেছি ফিরে, মানুষের বাচ্চা, ঢপের কাগজ, আমি আর লীনা হেটে চলেছি, ক্ষেপচুরিয়াস, দিল্লী হাটার্স ইত্যাদি।

(২) পাঠবস্তুতে মুক্তসূচনা ও মুক্তসমাপ্তির প্রচলন,বিশেষ করে প্রদীপ চৌধুরী, ফালগুনী রায়, মলয় রায়চৌধুরী, ত্রিদিব মিত্র ও শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা-বিশেষ যেখান থেকে ইচ্ছা পড়া যায়, স্তবক ও পঙ্ক্তি উপর-নিচ রদবদল করে পড়া যায়। একই প্রক্রিয়া গদ্যে এনেছেন সুভাষ ঘোষ, সমীর রায়চৌধুরী, ফালগুনী রায় ও সুবিমল বসাক।

(৩)তাদের পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ড, শঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন যে সেগুলো সাধারণত প্রতিবাদ-মুখর, আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত, প্রাতিস্বিকতায় ভঙ্গুর, অসির, অস্বস্তিকারক ছকহিন, ঐক্যহীন, খাপছাড়া, এলোপাতাড়ি ও আয়রনিমূলক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীব প্রধান ড় তরুণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ভাষায়, ছন্দে, অলংকার, স্তবকে তুমুল ভাংচুর করেছেন তারা, এবং যৌনতার সঙ্গে এসেছে ব্যঙ্গ, আত্মপরিহাস ও অসহায় মানুষের নিস্ফলতার যন্ত্রণা; আত্মপ্রক্ষেপ ঘটিয়ে তঁরা নিরপেক্ষ হয়ে যান। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি. দে মলয় রায়চৌধুরী ও হাংরি আন্দোলন বিষয়ে ৩৫০ পৃষ্ঠার গবেষণার জন্য পিএচ.ডি. সম্মান দ্বারা ভূষিত হয়েছেন।

১৯৬৪ সালে হাংরি আন্দোলনের সাথে জড়িত সকল কবি, লেখক, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিকদের নামে মামলা করা হয় আর ৬-৭ জনকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়াতে আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে অনেক জনকে। আর তারপরে ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে এই আন্দোলন একদম থেমে যায়। এর পরেও কয়েকজন চেষ্টা করেছিলেন আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্য কিন্তু তারা আর পেরে উঠতে পারে নি। ফলে ১৯৬৬ সালের গোঁড়ার দিকে এই আন্দোলন ইতিহাস হয়ে যায়।

হাংরি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে (১৯৬১-১৯৬৫) অনেক কবি, সাহিত্যিক, লেখকগণ বিখ্যাত হংরিয়ালিস্ট কবিতা ও গদ্য রচনা করেন তন্মধ্যে।

বিখ্যাত কয়েকটি হাংরিয়ালিস্ট কবিতা:

উৎপলকুমার বসু রচিত পোপের সমাধি মলয় রায়চৌধুরী রচিত প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার

শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত সীমান্ত প্রস্তাব: মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন বিনয় মজুমদার রচিত একটি উজ্জ্বল মাছ ত্রিদিব মিত্র রচিত হত্যাকাণ্ড কয়েকটি বিখ্যাত হাংরিয়ালিস্ট গদ্য: সুবিমল বসাক রচিত 'ছাতামাথা', সমীর রায়চৌধুরী রচিত 'স্মৃতির হুলিয়া' ও প্রতুলের মা ওমলেট অবধি ফালগুনী রায় রচিত 'কাঠের ফুল' বাসুদেব দাশগুপ্ত রচিত 'বমনরহস্য, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিজনের রক্তমাংস', হাংরি জেনারেশনের লক্ষ্য ছিল সমাজকে উস্কে দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করা তাদের ইশতেহার মলয় দ্বারা লিখিত প্রচলিত সাহিত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের সাধারন নির্বাচন অভ্যন্তরীণ বিষয়: ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ০৫।। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে আসছে ভারত। অন্যদিকে এশিয়ার আরেক পরাশক্তি চীন বলছে, আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি মাইলফলক।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ধারাবাহিকভাবে বলে আসছি- বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। নবনিযুক্ত মুখপাত্র বলেন, আমরা ঠিক সেখানেই আছি। গত সংবাদ সম্মেলনেও এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনিও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সুতরাং বিষয়টি আমি এই অবস্থাতেই রেখে দিচ্ছি।

অন্যদিকে চীন আশা করছে, নির্বাচন নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হবে। ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাংবাদিকদের বলেন, আশা করছি ৭ তারিখ একটি সফল ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার জন্য এটি একটি মাইলফলক হবে। চীনা রাষ্ট্রদূত জানান, তারা আশা করছেন, নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচনের পর বাংলাদেশ শক্তিশালী, আরও স্থিতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন,আমরা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে। আমরা বেশ কয়েকবার বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছি। আমরা খুব নিবিড়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করব। মিলার জানান, যেকোনো অগ্রগতিতে তারা কী পদক্ষেপ নিতে পারেন বা নাও নিতে পারেন সে সম্পর্কে তিনি কখনোই অনুমান করবেন না।

জাতিসংঘ বলেছে, তারা বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের সহযোগী মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোতো নিনো ৩ জানুয়ারি নিউইয়র্কে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আশা করি, নির্বাচন স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে রাজভবনে তলব রাজ্যপালের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার সন্দেশখালিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ওই তাণ্ডবে এদিন আহত হয়েছেন একাধিক কেন্দ্রীয় তদন্ত আধিকারিক। ভাঙচুর হয়েছে তাঁদের এবং সংবাদমাধ্যমের একাধিক গাড়ি।

এই সঙ্গে সন্দেশখালি নিয়ে কড়া বিবৃতি দিয়ে এদিন ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যপাল বলেন,"প্রাক নির্বাচনী হিংসা এখান থেকেই শুরু হল, এবং এখানেই এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। সমাজে অশান্তি হলে, তার দায় সরকারের। সরকারের উচিত চোখ খুলে দেখা।"

তাঁর কথা "সন্দেশখালির ঘটনা খুব অ্যালার্মিং। সরকারের কর্তব্য গণতন্ত্রে ভাঙচুর ও হিংসা আটকানো। সরকার যদি তার কর্তব্য করতে ভুলে যায় তাহলে ভারতীয় সংবিধান তার মতো পদক্ষেপ করবে। সংবিধান রাজ্যপালকে ক্ষমতা দিয়েছে। জঙ্গলরাজ গুন্ডারাজ এখানে কায়েম করতে দেব না।"

রাজ্যপাল তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন, "সরকারকে তার কর্তব্য করতে হবে। যারা নিজেদের ডন মনে করছেন তারা কিছুদিন বাদেই দেখতে পাবেন কী হয়। নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে এই হিংসা শেষ করতে হবে। সরকারকে তার চোখ খুলতে হবে। এর ফলাফলের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। সব সময় সবাইকে বোকা বানানো যায় না। হিংসা ও সংঘর্ষ বাংলায় বন্ধ করবই।"

বাংলার সাংবিধানিক প্রধান বলেছেন, "একটি সভ্য সমাজের সরকারের দায়িত্ব এই বর্বরতা ও অশান্তি বন্ধ করা। যদি সরকার নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা হবে। রাজ্যপাল হিসেবে আমি আমার সবরকম সাংবিধানিক বিকল্প মাথায় রাখছি। সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলার মানুষের সঙ্গে জঙ্গলরাজ করা যাবে না। বাংলা কোনও ব্যানানা রিপাবলিক নয়।" গোটা ঘটনা সম্পর্কে জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিচ্ছেন রাজ্যপাল, এমনটাই রাজভবন সূত্রে খবর।

পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে সুন্দরবন

ক্যানিং, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : চলতি মাসেই দু দিন পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকতে চলেছে সুন্দরবন ভ্রমণ। আগামী ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি পর্যটকরা সুন্দরবনের গহন অরন্য দর্শন করতে পারবেন না। পারবেন না নদী, খাঁড়িতে লঞ্চ বা ভুটভুটিতে করে ঘুরতে ঘুরতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা কুমির, হরিণ দর্শন করতে। কারণ বারো বছর পর এবার আবার সুন্দরবনে কুমির গণনার কাজ শুরু করতে চলেছে বন দফতর। এই কুমির গণনার কাজ যাতে ব্যহত না হয় সেই কারনেই বন দফতরের তরফ থেকে দুদিন সুন্দরবনে সমস্ত রকম পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, " কুমির গণনার এটিই সবথেকে উপযুক্ত সময়। এই শীতের মরশুমে কুমির নদীর পাড়ে রোদ পোহানর জন্য দীর্ঘ সময় কাটায়। পাশাপাশি নদীতে সাঁতার কাটতেও দেখা যায় তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের লঞ্চ, ভুটভুটির কোলাহল বেশি হলে কুমিররা বিরক্ত হতে পারে, জলে ডুবে থাকতে পারে। সেই কারনেই পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে এই দুদিন।"

শনিবার সিকিম সফরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

গ্যাংটক, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল সিকিম সফরে যাবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনদিনের সফরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন শনিবার সিকিম যাবেন। সিকিমে থাকাকালীন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সীতারমন গ্যাংটকের মনন কেন্দ্রে আয়োজিত ক্রেডিট আউটরিচ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। শুক্রবার অর্থ মন্ত্রক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

সহযোগিতা জোরদারে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার বিমসটেক প্রধানের

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ০৫।। বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (বিমসটেক) মহাসচিব পদে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ভারতের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত ইন্দ্রমণি পান্ডে। তিন বছরের জন্য বিমসটেকের চতুর্থ মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন তিনি। তিনি ভুটানের তেনজিন লেকফেলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় পৌঁছলে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (সার্ক ও বিমসটেক) আবদুল মোতালেব সরকার ও বিমসটেক সচিবালয়ের পরিচালকরা। বিমসটেক সচিবালয়ের পরিচালক ও অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন নতুন মহাসচিব। এ সময় বিমসটেকের সহযোগিতার সাতটি স্তম্ভের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে রূপ দেওয়ার অঙ্গিকার করেন তিনি। বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মহাসচিবের কাছে দায়িত্ব অর্পণের জন্য ধন্যবাদ জানান ইন্দ্রমণি। একই সঙ্গে তাদের অব্যাহত সমর্থন ও দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করেন। আগের মহাসচিবদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাদেরও ধন্যবাদ জানান তিনি।

পেশাদার কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত পান্ডে ১৯৯০ সালে ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগে যোগ দেন। মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি জেনেভায় জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এর আগে তিনি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওমান সালতানাতে ভারতের রাষ্ট্রদূত; ফ্রান্সে ভারতের ডেপুটি অ্যাম্বাসেডর; চীনের গুয়াংজুতে ভারতের কনসাল জেনারেল এবং বিদেশে ভারতীয় মিশন ও নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাষ্ট্রদূত পান্ডের সঙ্গে ঢাকায় রয়েছেন তার স্ত্রী সুষমা পান্ডে। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ইডির উপর হামলার ঘটনায় মমতার পদত্যাগ চাই : গৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে ইডির উপর হামলার ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই, শুক্রবার একথা বলে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র নিন্দা করেন বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। তিনি শুক্রবার বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল নেত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলেন।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ আজ জঙ্গলরাজের সমার্থক হয়ে উঠেছে। সেখানে তদন্ত করতে গিয়ে ইডি আধিকারিকদের উপর টিএমসি গুন্ডা এবং অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারা আক্রমণ করেছিল। এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। "জঙ্গলরাজ"-এর সমার্থক হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকের নিচে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে গিয়েছে। এই ঘটনায় দু থেকে তিনজন ইডি অফিসার গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা চরমে পৌঁছেছে কিন্তু দেশের মানুষ সব দেখছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া। তিনি যদি এটি না করেন তবে তিনি জনগণের থেকে এতটাই আঘাত পাবেন যে তিনি রাজনীতি ভুলে যাবেন। তিনি বলেন, এই লজ্জাজনক ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। মমতার উচিত যারা হামলার শিকার হয়েছেন তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। সত্য ঠিকই বেরিয়ে আসবে, যেই অভিযুক্ত হবে তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। তিনি প্রশ্ন তোলেন কেন ইডির থেকে তৃণমূলের ল্যাপটপগুলি প্রথমে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই কেলেঙ্কারি প্রকাশ হওয়ার ভয় পেয়েছিলেন বলেই এই ঘটনা ঘটেছিল।

সন্দেশখালির ঘটনার দায় এড়াল নবান্ন

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সন্দেশখালির ঘটনার পরে প্রতিক্রিয়া জানানো হল নবান্নের তরফে। নবান্নের দাবি, ইডি-র এই অভিযানের কথা জানতই না রাজ্য পুলিশ। তবে হামলার ঘটনার কথা জানার৩০ মিনিটের মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় রাজ্য প্রশাসনের তরফে।

সরবেড়িয়ার তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ইডি আধিকারিকেরা। দুই ইডি আধিকারিকের মাথাও ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে থাকা সিআরপিএফ জওয়ানও। গোটা ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এনআইএ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

নবান্ন সূত্রের দাবি, শুক্রবার সকাল ৯ টা নাগাদ ইডির আধিকারিকদের উপরে হামলার খবর আসে রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের কাছে খবর আসে। যদিও তার আগেই খবর পাওয়া মাত্রই রাজ্য পুলিশ গিয়ে ইডি এর আধিকারিকদের উদ্ধার করে। রাজ্য পুলিশ খবর পাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে উদ্ধার অভিযানে নেমেছিল বলে দাবি নবান্ন সূত্রের।

জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে প্রথমে পৌঁছন এসডিপিও। তারপরে এসপি-কে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে এডিজি সাউথ বেঙ্গলও ঘটনাস্থলে রয়েছেন। তিনি গোটা বিষয়টি মনিটর করছেন। রাজ্য পুলিশের কাছে খবর আসার পরে আর কোনও ঘটনা বা কোনও হামলার ঘটেনি বলে জানিয়েছে নবান্ন। ব্যারাকপুর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছে।

শুভেন্দুকে শর্তসাপেক্ষে নেতাইয়ে যাওয়ার অনুমতি হাইকোর্টের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শর্তসাপেক্ষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাই গণহত্যার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে শর্ত দেওয়া হয়েছে, শহিদ বেদীতে মাল্যদান করার সময়ে কোনওরকমের রাজনৈতিক মন্তব্য করতে পারবেন না বিরোধী দলনেতা।

আগামী ৭ জানুয়ারি বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাই গ্রামের শহিদ বেদীতে পৌঁছে মাল্যদানের অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তবে তাঁর সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া সেখানে অন্য কেউ যেতে পারবেন না। নেতাই স্মৃতিরক্ষা কমিটি বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত সভা করতে পারবে নেতাইচকে শহিদ বেদী সংলগ্ন এলাকায়। বিকেল পাঁচটা থেকে ছ''টা সেখানে অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী যেতে পারবেন। সঙ্গে শুধু আবেদনকারীর নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকতে পারবেন।

এ দিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর তরফে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শ্রদ্ধা জানাতে যেতে চান, কিন্তু পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। গত বছরও আদালত অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশি হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছিল বিরোধী দলনেতাকে।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বিরোধিতা করে বলেন, 'ওখানে নেতাই স্মৃতিরক্ষা কমিটির অনুষ্ঠান আছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা অবনতির সম্ভাবনা আছে। ওই অনুষ্ঠানের পর ২ জন গিয়ে শহিদ বেদীতে মাল্যদান করতে পারেন।'

নেতাই স্মৃতিরক্ষা কমিটির আইনজীবী সপ্তাংশু বসু বলেন, 'বিগত ১২ বছর ধরে আমরা এই অনুষ্ঠান করে আসছি। এই অনুষ্ঠান কোনও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়। সেখানে বিরোধী দলনেতাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাইনি। আমাদের অনুষ্ঠান বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে। ফলে অনুষ্ঠান শেষের পর আমাদের সময় দিতে হবে ওই জায়গা খালি করার। তার মধ্যে যদি উনি যান, সেখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে পারে।'

বিচারপতি সেনগুপ্ত অবশ্য রাজ্য ও স্মৃতিরক্ষা কমিটির বক্তব্য শোনার পর বলেন, মামলায় রাজনৈতিক রং লাগুক তিনি চান না। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অধিকার সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের আছে। সুতরাং এখানে আবেদনকারীকেও সুযোগ দিতে হবে। যেখানে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে মধ্যস্থতা করে বিষয়টিকে একটি জায়গায় আনার। অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রস্তাবে আদালত সন্তুষ্ট।

কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বিকেল পাঁচটার পর মাল্যদানের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠান শেষ হলে তারপর অন্ধকার হয়ে যাবে। সকাল ১০টা অথবা বিকেল চারটেয় ওইখানে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হোক।'

শেষ পর্যন্ত আদালত বিকেল পাঁচটা থেকে ছ''টার মধ্যে বিরোধী দলনেতাকে ওই স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দেয়। আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে পুলিশকে। এজন্য পুলিশকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের ভিডিওগ্রাফি করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে গণহত্যার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, মাওবাদী মোকাবিলার নামে সেই সময় গ্রামের মধ্যেই সশস্ত্র বাহিনীর শিবির গড়েছিল সিপিএম। ৭ জানুয়ারি ওই শিবির থেকে গ্রামের নিরীহ মানুষের ওপরে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজনের। ওই বছরই রাজ্যে পালাবদলের ঘটনা ঘটে। তখন থেকে প্রতি বছর নেতাই গ্রামে শহিদদের স্মরণে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দল বদলে বিজেপিতে গেলেও ফি-বছরই শুভেন্দুবাবু নেতাই গ্রামের শহিদ বেদীতে গিয়ে মাল্যদান করেন। গত বছর পুলিশ তাঁকে গ্রামে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল বলে অভিযোগ।

ধর্ম দিয়ে রাজনীতি চলে, রাজনীতি দিয়ে ধর্ম হয় না, রামকে নিয়ে রাজনীতি করা বোকামি : পণ্ডিত ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী

ছতরপুর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ধর্ম দিয়ে রাজনীতি চলে, রাজনীতি দিয়ে ধর্ম হয় না, রামকে নিয়ে রাজনীতি করা বোকামি, শুক্রবার একথা বলেন, পণ্ডিত ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। তিনি শুক্রবার নয়ডায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন। শ্রী রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান নিয়ে চলা রাজনীতির মধ্যেই বাগেশ্বরধামের বিখ্যাত কথক মহন্ত পণ্ডিত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর একটি বড় মন্তব্য প্রকাশ্যে এসেছে।

তিনি শুক্রবার বলেন, ভগবান শ্রী রাম রাজনীতির বিষয় নয়। ধর্ম দিয়ে রাজনীতি চলে, রাজনীতি দিয়ে ধর্ম হয় না। রামের নীতি হল মর্যাদা, ঐক্য ও শান্তি। এই অবস্থায় কেউ যদি রামকে নিয়ে রাজনীতি করে তাহলে সেটা বোকামো ছাড়া আর কিছুই হবে না। শুক্রবার নয়ডায় সংবাদমাধ্যমের কাছে পণ্ডিত ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী সেই সব রাজনৈতিক দলগুলিকে তীব্র আক্রমণ করেন যারা বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাম মন্দিরের কৃতিত্ব নিচ্ছেন। তিনি বলেন, ভগবান রাম সকলের। শবরীর মন্দির তৈরি হচ্ছে, নিষাদরাজের মন্দিরও তৈরি হচ্ছে, তাহলে কি জাতপাতের জন্য এই মন্দির নির্মিত হচ্ছে? জাতপাতের জন্য কোন মন্দির নেই, বরঞ্চ রামভক্তদের বিশ্বাসের জন্য মন্দির তৈরি করা হচ্ছে।

অভিষেক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অযোধ্যা যাওয়ার ব্যাপারে তিনি খুবই উত্তেজিত। রাম মন্দির আজ পর্যন্ত সমস্ত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সবচেয়ে বড় জয়। এই উৎসব দীপাবলির থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু ভারতীয়রাই নয় সারাবিশ্বে বসবাসকারী ভারতীয়রা এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

তাঁকে জ্ঞানবাপী এবং মথুরা জন্মভূমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, কোনও সন্দেহ নেই যে জ্ঞানবাপীতে শিব আছেন এবং কৃষ্ণের জন্মস্থান কানহাইয়ার।

বর্তমানে এএসআই রিপোর্টে এখানে সনাতন মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলেও এদিন উল্লেখ করেন শাস্ত্রীজি।

কোচবিহারে সুকান্ত মজুমদারকে আটকাল পুলিশ, প্রতিবাদে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ বিজেপি সভাপতির

কোচবিহার, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে কোচবিহারের দিনহাটা যাওয়ার পথে কোচবিহারের মড়াপোড়া চৌপথি এলাকায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে আটকে দিল পুলিশ। প্রতিবাদে সেইসময় রাস্তায় বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে পুলিশ তাঁদের আটকে দিয়েছে। তাই তাঁরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

জানা গিয়েছে, দিনকয়েক আগে দিনহাটায় এক বিজেপির মণ্ডল সভাপতি আক্রান্ত হন। শুক্রবার বিকেলে সেই নেতাকে দেখতে যাওয়ার কথা সুকান্ত মজুমদারের। এদিকে সুকান্ত মজুমদার ওই এলাকায় যাবেন শুনে বিক্ষোভ দেখানোর প্রস্তুতি নেয় তৃণমূল। পালটা জমায়েত করে বিজেপি। এর ফলে দিনহাটাতে সুকান্ত মজুমদার গেলে বড় গণ্ডগোল হতে পারে। এই আশঙ্কায় পুলিশ বিজেপি নেতাকে আটকে দেয়। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমি আক্রান্ত কর্মীর বাড়ি যাচ্ছিলাম। পথে পুলিশ আটকে দিল। যদিও ঘণ্টাখানেক পর অবরোধ ওঠে।'

মমতার লোকক্ষ্যাপানো মন্তব্যেই সন্দেশখালির ঘটনা, অভিযোগ শুভেন্দুর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দিনের পর দিন আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকক্ষ্যাপানো মন্তব্যের প্রতিক্রিতেই ঘটল সন্দেশখালির ঘটনা। শুক্রবার তৃণমূলনেত্রীর ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের একটি বক্তৃতার খণ্ডাংশের ভিডিও যুক্ত করে এই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ওই ভিডিওতে তৃণমূলনেত্রীর চার পৃথক বক্তৃতার খণ্ডাংশ পেশ করা হয়েছে। প্রতিটিতেই আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লোকক্ষ্যাপানো মন্তব্য। প্রথমটিতে তিনি সমবেতদের বলছেন, কাল যদি ইডি-সিবিআই আমার বাড়িতে যায় আপনারা কী করবেন? সমবেত আশ্বাস আসে সেই চেষ্টায় বাধা দেওয়া হবে। তৃণমূলনেত্রী প্রশ্ন করেন, মানে রাস্তায় নেমে বাধা দেবেন তো? আবার সমবেত আশ্বাস "হ্যাঁএএএএ"। তৃণমূলনেত্রী প্রশ্ন করেন, মানে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করবেন তো? আবার সমবেত আশ্বাস "হ্যাঁএএএএ"।

তৃণমূলনেত্রী এবার বলেন, আমারটা আমিএকাই লড়ে নেব। কিন্তু আপনাদেরটা আপনাদের লড়ে নিতে হবে তো? আবার সমবেত আশ্বাস "হ্যাঁএএএএ"।

বাকি তিনটি বক্তৃতার চরিত্র একই রকম। শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডি আধিকারিক এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর আজকের ভয়াবহ হামলার মূল কারণ। সাংবিধানিক নিয়ম মেনে চলার পরিবর্তে, ফেডারেল কাঠামোকে সম্মান করার এবং বিচার বিভাগীয় নির্দেশনা মেনে চলার পরিবর্তে, আপনি বারবার আপনার অরাজক দলের কর্মীদের উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যারা কম রাজনৈতিক এবং বেশি উগ্রবাদী; মৌলবাদকে সমর্থন করে।

আমি ভারতের সাহসী সিআরপি জওয়ানদের প্রশংসা করি। তাঁরা অপরিসীম পরিপক্কতা দেখিয়েছেন এবং ভিড়ের উপর গুলি না করে, এমনকি তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন প্রচন্ড চাপের মধ্যে শান্ত থেকেছেন। সাহসী জওয়ানরা ব্যর্থ হয়েছে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করার ধূর্ত পরিকল্পনা হচ্ছে।

আজ জওয়ানরা যদি একবারও গুলি চালাতেন, শেষ পর্যন্ত শীতলকুচির মতো হত। আজ যদি জনতার মধ্যে একজন মারা যেত, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুরো দলের নেতৃত্ব সীমাহীন দুর্নীতি এবং দোষীদের ধরার তদন্ত থেকে মনোযোগ সরাতে সফল হতেন।"

প্রসঙ্গত, ২০২১-এর ১০ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলাকালীন কোচবিহারের শীতলকুচির জোড়পাটকি এলাকার ১২৬ নম্বর বুথে গুলি চালায় সিআইএসএফ জওয়ানরা। গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়। তার আগে ওই বুথেই দুষ্কৃতীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ১ যুবকের। ওই ঘটনার তদন্তভার সিআইডিকে দেয় রাজ্য সরকার। তদন্তে নেমে সিআইডি ওই বুথে মোতায়েন ৬ জন জওয়ানকে একাধিকবার তলব করে। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ৬ জওয়ান। শুনানিতে রাজ্য সরকারের তরফে সওয়ালে বলা হয়, শীতলকুচিতে গুলি চালিয়ে অতিসক্রিয়তার দেখিয়েছে সিআইএসএফ। পালটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে সওয়াল করে বলা হয়, আত্মরক্ষায় গুলি চালানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এনআইএ তদন্ত চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি রাজ্য বিজেপি-র

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সন্দেশখালিতে রক্তাক্ত হয়েছেন ইডি আধিকারিকেরা। ওই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ চাইল রাজ্য বিজেপি। এনআইএ তদন্ত চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

রাজ্য বিজেপির তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সন্দেশখালিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের দাবিও জানানো হয়েছে চিঠিতে।

ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে কড়া পদক্ষেপ আর্জি জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিষয়টি তিনি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং ইডির অধিকর্তা ও সিআরপিএফ-এর নজরেও আনেন এক্স হ্যান্ডলের পোস্টের মাধ্যমে। অমিত শাহকে ফোনে গোটা বিষয়টি জানান শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবুর আবেদন, নৈরাজ্যকে ধ্বংস করতে ব্যবস্থা নিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যপাল।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৪৫৭ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিফেন্স সার্ভিস-এ নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৭টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২১ এপ্রিল। মোট কথা, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য গ্র্যাজুয়েট পাশ ৪৫৭ জন তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ১০০, নৌবাহিনীতে ৩২, বিমানবাহিনীতে ৩২, অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে পুরুষ - ২৭৫ এবং মহিলা - ১৮। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এগজামিনেশন (ওয়ান),২০২৪) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা নেওয়া হবে ২১ এপ্রিল, ২০২৪ ইং তারিখে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৯ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারবেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলি প্রার্থী বা মহিলাদের পরীক্ষা ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ০৪/২০২৪. সিডিএস - ওয়ান, প্রকাশের তারিখ ২০-১২-২০২৩। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন ইউপিএসসির টোল ফ্রি নম্বরে।

শূন্যপদগুলি হলো ঃ— ক্রমিক নং (১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি ঃ শূন্যপদ ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৩) এয়ার ফোর্স ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএসসি পাশ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৪) অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (পুরুষ) ঃ শূন্যপদ ২৭৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৫) অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (মহিলা) ঃ শূন্যপদ ১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ বয়স ঃ ০১-০১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৪ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড লেভেল-১০ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ২,২৫,০০০ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। আরও বিস্তারিত অর্থাৎ র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী বেতনক্রম দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কললেটারের মধ্যে পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। তবে পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়েছে ২০২৪-এর ২১ এপ্রিল। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে দরখাস্ত পূরণ করার সময় পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা জানাতে হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস ইত্যাদি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে এগুলো আমাদের থেকেও হোয়াটস্অ্যাপে সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরি এপ্রেন্টিস পদে ৩১০৫ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২ হাজার হলেও পশ্চিম মধ্য রেলওয়েতে ৩১০৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেল বা পশ্চিম মধ্য রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা দিতে হয় না। মেধার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন মধ্য রেলের জন্য ১৪ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৪-১২-২০২৩-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আরআরসি/ ডব্লিওসিআর/ ০৬/ ২০২৩ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস, তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — জব্বলপুর ডিভিশনে মোট আসন ১১৬৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৭২টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১৭৬টি, এসটি'র জন্য ৮৬টি, ওবিসি'র জন্য ৩১২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১১৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৪৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৪টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ভূপাল ডিভিশনে মোট আসন ৬০৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৪৫টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৯২টি, এসটি'র জন্য ৪৩টি, ওবিসি'র জন্য ১৬১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬২টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ১৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৬টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। কোটা ডিভিশনে মোট আসন ৮৫৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৪৫টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১২৯টি, এসটি'র জন্য ৬১টি, ওবিসি'র জন্য ২৩২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮৬টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৩২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২১টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ভূপাল ওয়ার্কশপে মোট আসন ১৭০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৭১টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ২৪টি, এসটি'র জন্য ১০টি, ওবিসি'র জন্য ৪৭টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৫টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। কোটা ওয়ার্কশপে মোট আসন ১৯৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৭৮টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ১৫টি, ওবিসি'র জন্য ৫৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। জব্বলপুর সদর কার্যালয়ে মোট আসন ২৯টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩টি। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ৩টি, ওবিসি'র জন্য ৬টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। সব কটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপে বিশেষ করে ট্রেড ডিজেল মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েলডার, টার্ণার, ফিটার, ওয়ারম্যান, গার্ডেনার, আইটি মেন্টেন্যান্স, স্টেনোগ্রাফার, মেশিনিস্ট সহ মোট ৩৯টি ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরেও তা জেনে নিতে পারেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-ওয়ান (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব সাড়ে ১৯ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি,
২১ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি)**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৭টি,
যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ২১ এপ্রিল।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-ডি, সাফাই কর্মচারি, সাব-স্টাফ (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনসালটেন্ট (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট),**
শূন্যপদ ঃ ১৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসোসিয়েট, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি,
সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ বিল্ডার্স),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ (আইবি),**
শূন্যপদ ঃ ২২৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (সিএসআইআর),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিনক্ষণ বা কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার স্কেল-ওয়ান (জিআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ পূর্বোত্তর ভারতে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, কনসালটেন্ট (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

ম্যাজাগন ডকে এপ্রেন্টিস নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শিপ বিল্ডার্সে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ম্যাজাগন ডক্ শিপ্ বিল্ডার্স লিমিটেডে এপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশ পদে ২০০ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন ম্যাজাগন ডক্ শিপ্ বিল্ডার্স লিমিটেডের এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-০১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। ট্রেড অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন এই রকম সামগ্রিকভাবে মোট ২০০টি শূন্যপদের মধ্যে গ্রুপ-এ, ক্রমিক নং (১) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, শূন্যপদ ১৫টি (গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ১০, ডিপ্লোমা এপ্রেন্টিস ৫)। ক্রমিক নং (২) কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, শূন্যপদ ১০টি (গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ৫, ডিপ্লোমা এপ্রেন্টিস ৫)। ক্রমিক নং (৩) ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, শূন্যপদ ৩৫টি (গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ২৫, ডিপ্লোমা এপ্রেন্টিস ১০)। ক্রমিক নং (৪) ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, শূন্যপদ ১০টি (গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ১০)। ক্রমিক নং (৫) মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, শূন্যপদ ৭০টি (গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ৬০, ডিপ্লোমা এপ্রেন্টিস ১০)। ক্রমিক নং (৬) শিপবিল্ডিং টেকনোলজি, শূন্যপদ ১০টি (গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ১০)। ক্রমিক নং ৭ থেকে ১১ঃ বিকম, বিসিএ, বিবিএ, বিএসডব্লিও, বিইএম- শূন্যপদ ৫০টি (গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ৫০)। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ১-১-২০২৪ এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৭ বছর। স্টাইপেন্ড গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিসদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৯,০০০ টাকা। ডিপ্লোমা এপ্রেন্টিসদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৮,০০০ টাকা।

বিস্তারিত বিভাজন, ক্রমিক নং (৭) বিকম বা ব্যাচেলর অফ কমার্স। ক্রমিক নং (৮) বিসিএ বা ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার এপ্লিকেশন। ক্রমিক নং (৯) বিবিএ বা ব্যাচেলর অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, ক্রমিক নং (১০) বিএসডব্লিও বা ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক। ক্রমিক নং (১১) বিইএম বা ব্যাচেলর অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। সামগ্রিকভাবে মোট শূন্যপদ ৫০টি। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ১-১-২০২৪ এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৭ বছর। স্টাইপেন্ড গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিসদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৯,০০০ টাকা।

প্রতি ক্ষেত্রেই বয়সের উর্ধ্বসীমায় তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল, শূন্যপদের বিস্তারিত বিন্যাস, যোগ্যতা ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১১ জানুয়ারির মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **এনডিএ, এনএ-ওয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২১ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৭টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ২১ এপ্রিল।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **গ্রুপ-ডি, সাফাই কর্মচারি, সাব-স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে **কনসালটেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **অ্যাসোসিয়েট, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ বিল্ডার্স-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই.বি-তে **টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সিএসআইআর-এ **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিনক্ষণ বা কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* জিআইসি-তে **অফিসার স্কেল-ওয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ পূর্বোত্তর ভারতে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * শিপ-ইয়ার্ডে **ম্যানেজার, কনসালটেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

“এটি স্পষ্ট যে রাজ্যে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই”, মন্তব্য অধীরের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি, (হি.স.): শুধু ভোট নিয়ন্ত্রণে নয়, এলাকা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে রয়েছে স্থানীয় মানুষের নানা অভিযোগ। এলাকার মানুষদের অত্যাচার করা থেকে শুরু করে খুনের অভিযোগ রয়েছে সীমান্ত এলাকার এই দাপুটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সেই শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে শুক্রবার সরাসরি আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। আর তার কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

অধীরবাবু বলেন, ‘ইডি আধিকারিকদের উপর শাসক সরকারের গুন্ডাদের আক্রমণের পরে, এটি স্পষ্ট যে রাজ্যে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই। আজ তারা আহত, কাল তাদের হত্যা করা হতে পারে। এমন ঘটনা আমার কাছে বিস্ময়কর হবে না।’

প্রসঙ্গত, সুন্দরবন লাগোয়া সন্দেশখালির দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের উপর। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ এই নেতাও নানা সময় খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন। মূলত ভোটের সময় এলাকা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকত শাহজাহান সহ তার বাহিনীর উপরই। তার নেতৃত্বে নানা রাজনৈতিক সংঘর্ষও হয়েছে সন্দেশখালি এলাকায় অভিযোগ।

জানা যায়, সিপিএম আমলেই উত্থান এই শাজাহানের। পালাবদলের পরেও, তৃণমূল জামানায় তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত ধরেই দাপট বেড়েছে শাহজাহানের।

“সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকা আজ মুক্তাঞ্চল হয়ে গিয়েছে“, প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সন্দেশখালির ঘটনার কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ ঘোষ।

শুক্রবার তিনি এক ভিডিওবার্তায় বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকা আজ মুক্তাঞ্চল হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে লোকেরা এখানে সোনা, মাদকদ্রব্য নিয়ে আসছে। এখান থেকে পাচার করছে গরু, অন্যান্য জিনিস। বিরাট একটা টাকার লেনদেন হচ্ছে। সরকারি টাকা লুঠ হয়ে যাচ্ছে।

এসব যাতে চলতে পারে টিএমসি সরকার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে দিচ্ছে না। বিভিন্ন জিনিস পাচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত সুরক্ষিত হলে দেশ সুরক্ষিত হবে। যে কথা আমরা বার বার বলেছি আজ পরিস্কার হয়ে গেল যে কেন্দ্রীয় বাহিনী সুরক্ষিত নয়। যারা এসব বেআইনি কাজ করে তৃণমূলকে অর্থ যোগাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জির সরকার বারবার তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তাঁর কাছের অফিসারদের বাঁচাতে তিনি ধর্ণা দেন।

সিবিআই কমপ্লেক্সে তাঁর নেতাদের নিয়ে গেলে দলের ছেলেরা এলাকা ঘিরে রাখে।

সত্য উদ্ঘাটনের কাজে, দোষীদের শাস্তি দেওয়ার কাজে বারবার বাধা দেওয়া হচ্ছে। তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ আজ আমরা দেখলাম। রক্তাক্ত ঘটনার মাধ্যমে সেটা লোকের চোখে এসেছে।”

সোমালিয়া উপকূলে জলদস্যুদের কবলে পড়া বন্দি ১৫ ভারতীয়কে উদ্ধারে রওনা দিল নৌসেনার যুদ্ধজাহাজ

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমালিয়া উপকূলের কাছে হাইজ্যাক হয়ে গেল লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী একটি ভেসেল, ওই ভেসেলে ১৫ জন ভারতীয় ক্রু সদস্য রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ভারতীয় নৌসেনা। সোমালিয়ার উদ্দেশে যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছে আইএস চেন্নাই। সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারতীয় নৌবাহিনী।

দুমাসেরও বেশি সময় ধরে লোহিত সাগরে হামলা চালচ্ছে ইয়েমেনের হাউথি জঙ্গিরা। সেখানে হামলা হয়েছিল ভারতীয় বাণিজ্যতরীতেও। এবার ফের জলপথে আক্রান্ত ভারতের জাহাজকর্মীরা। শুক্রবার সকালে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ’ ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী একটি ভেসেল হাইজ্যাক হওয়ার বিষয়ে জানা যায়। গত সন্ধ্যায় তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সোমালিয়ার উপকূলের কাছে হাইজ্যাক হওয়া লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজটিতে ১৫ জন ভারতীয় ক্রু রয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান জাহাজটির উপর নজরদারি রাখছে এবং ক্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে।’

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে জলদস্যুদের কবলে পড়ে এমভি লীলা নরফোক নামে লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী ওই ভেসেলটি। লাইবেরিয়া থেকে সেটি যাত্রা শুরু করেছিল। তার পরে সোমালিয়ার উপকূলে পৌঁছতেই অপহরণকারীদের কবলে পড়ে। ভেসেলটিতে কর্মরত আছেন ১৫ জন ভারতীয়। আটকে পড়েছেন তাঁরা সকলেই।

এই খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ভারতীয় নৌসেনা। সঙ্গে সঙ্গে সোমালিয়ার উদ্দেশে যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছে আইএস চেন্নাই। অন্যদিকে, আকাশপথে গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে নৌসেনার বিমান। সেনা সূত্রে খবর, জাহাজে থাকা ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছে। তবে অপহৃতদের কবে উদ্ধার করা যাবে সেই নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

মোদীর গ্যারান্টি মানেই গ্যারান্টি পূরণ হওয়ার নিশ্চয়তা : জে পি নাড্ডা

সোলান, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শুক্রবার হিমাচল প্রদেশের সোলানে অভিনন্দন সমারোহে নাড্ডা বলেছেন, মিথ্যা বলে রাজনীতি চলে না, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে রাজনীতি চলে না। মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। আর এই কাজটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করেছেন, তাই আমরা রাজস্থানে জয় পেয়েছি, মধ্যপ্রদেশে জয় পেয়েছি এবং ছত্তিশগড়েও জয় পেয়েছি।

নাড্ডা বলেছেন, দেখতেই দেখতেই ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, মধ্যপ্রদেশে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে গেল এবং রাজস্থানেও পদ্ম ফুটে উঠল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি জনগণের অটুট বিশ্বাস রয়েছে, যিনি ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতিকে বদলে দিয়েছেন। নাড্ডার কথায়, এখন যখন দেশকে বিভক্ত করার জন্য জাতিভেদ চলছে, তখন মোদীজি বলেছেন, আমাদের জন্য মাত্র চারটি জাতি আছে মহিলা, কৃষক, যুবক এবং দরিদ্র। নাড্ডা জোর দিয়ে বলেছেন, ’মোদীর গ্যারান্টি মানেই গ্যারান্টি পূরণের নিশ্চয়তা। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে প্রতি মাসে ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন। আয়ুষ্মান যোজনার অধীনে ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন।

ভারতের বৃদ্ধি ও উত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এনসিসি ক্যাডেটরা : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের বৃদ্ধি ও উত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এনসিসি ক্যাডেটরা। বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেছেন, ’সমস্ত এনসিসি ক্যাডেট-কে সমৃদ্ধ নববর্ষের শুভেচ্ছা। আপনারাই যুবসমাজের গতিশীলতাকে মূর্ত করে তোলেন এবং এনসিসির শৃঙ্খলাবদ্ধ শৃঙ্খলা প্রতিফলিত করেন। আপনারাই আগামী দিনের নেতা এবং ভারতের বৃদ্ধি ও উত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।’

উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় শুক্রবার দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে এনসিসি-র প্রজাতন্ত্র দিবস ক্যাম্প ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তিনি গার্ড অফ অনার অভিবাদন গ্রহণ করেন। দেশের উন্নতিতে ও ঐক্য বজায় রাখতে এনসিসি-র অবদানের কথা উল্লেখ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, ’এনসিসি-র সময়ানুবর্তিতা, স্থিতিস্থাপকতা, আনুগত্য এবং কঠোর পরিশ্রমই আপনাদের সক্রিয়, উৎপাদনশীল নাগরিক এবং এই মহান দেশের সবচেয়ে মূল্যবান মানব সম্পদে পরিণত করে। আপনাদের কর্ম এবং আচরণ দ্বারা, আপনারা সবাই ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’-র উদাহরণ প্রদান করেন।’

সন্দেশখালির ঘটনায় মুখ খুললেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের ‘বাধা দেওয়া’ এবং তাদের উপর ‘হামলা’র ঘটনায় মুখ খুললেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার এই বিষয়ে বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত। পুরো ঘটনা তিনি বিচারপতির সামনে বর্ণনা করেন। তার পরেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “রাজ্যপাল কেন ঘোষণা করছেন না, রাজ্যে সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে?” এই বিষয়ে বিচারপতির সংযোজন, “তদন্তকারী সংস্থা আক্রান্ত হলে কী ভাবে তদন্ত হবে?”

বিচারপতি প্রশ্ন করেন, “ওই এলাকার প্রশাসন কী করছিল? ঘটনার পর পুলিশ কি ওখানে গিয়েছিল, নাকি যায়নি?” ওই এলাকা কোন লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে তাও আইনজীবীদের কাছে জানতে চান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সন্দেশখালির ঘটনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেলের উদ্দেশে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “শুনলাম, আপনাদের লোকেদের মেরেছে। আপনারা কী করছিলেন? ওদের সঙ্গে গুলি-বন্দুক থাকে না? চালাতে পারে না?”

ওই আইনজীবী তখন জানান, ইডির অফিসারদের মেরেছে। দু’জন জখম হয়েছেন। বিচারপতি তখন বলেন, “দু’জন অফিসারকে মেরেছে, ২০০ জনকে পাঠান।”

সন্দেশখালির ঘটনার রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাচ্ছেন রাজ্যপাল আনন্দ

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যপাল চুপ কেন? বিচারপতি প্রশ্ন তোলার পরে পরেই ‘ফল ভোগা’র বার্তা দিলেন রাজ্যপাল বোস। এই সঙ্গে প্রচারমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন সন্দেশখালির ঘটনার রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাচ্ছেন।

সরাসরি রাজ্য প্রশাসনকেই দায়ী করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সরকারের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রীতিমতো ‘ফল ভুগতে হবে’ বলে হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখলেন তিনি। গোটা ঘটনাটিকে উদ্বেগজনক বলে আখ্যা দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, “সরকারের উচিত গণতন্ত্রে এই ধরনের বর্বরতাকে রোখা। কিন্তু সরকার যদি তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তবে দেশের সংবিধান উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।” সংবিধানের অবমাননা করা হলে রাজ্যপাল হিসাবে তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন বলেও জানান বোস।

শুক্রবারই সন্দেশখালির ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, “রাজ্যপাল কেন ঘোষণা করছেন না রাজ্যে সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে?” তার পরে পরেই মুখ খুলে রাজ্য সরকারকে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল।

শোপিয়ানে সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, সেনা জওয়ান খুনে অভিযুক্ত লস্কর জঙ্গি নিকেশ

শ্রীনগর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ এনকাউন্টারের পর সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে সেনা জওয়ান উমর ফায়াজকে হত্যায় অভিযুক্ত লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি।

শোপিয়ানের চোটিগাম গ্রামে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার, পুলিশ, সেনাবাহিনী (৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস) এবং সিআরপিএফ (১৭৮ ব্যাটেলিয়ন) এই এলাকায় যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায়। সুরক্ষা বাহিনী পৌঁছতেই জঙ্গিরা গুলি চালায়। কালবিলম্ব না করে নিরাপত্তা বাহিনীও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয়। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে বিলাল আহমেদ ভাট নামে এক লস্কর জঙ্গির। নিহত জঙ্গি একাধিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চালসায় দেখা মিলল চিতাবাঘের শাবকের

চালসা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের মালবাজার ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবি ক্যাম্পের ভিতরে দেখা মিলল চিতাবাঘের শাবকের। শুক্রবার সকালে এসএসবি ক্যাম্পের ভিতরে জওয়ানরা একটি চিতাবাঘের শাবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে। খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

এসএসবির তরফে খবর দেওয়া হয় বন দফতরের খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে শাবকটিকে সেই জায়গায় রেখে দেয়। সন্ধ্যার পরেই মা চিতাবাঘ এসে শাবকটিকে নিয়ে যাবে বলে বন দফতরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজলকুমার দে জানান। জানা গিয়েছে, গত দু’দিন ধরে ক্যাম্পের ভিতরেই শাবককে নিয়ে একটি চিতাবাঘ আশ্রয় নিয়ে

শাহজাহানের দুই ভাই-সহ তিন পালের গোদার নাম ফাঁস শুভেন্দুর

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার সন্দেশখালী-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত হিসাবে শেখ শাহজাহানের সবচেয়ে ছোট ভাই-সহ তিন পালের গোদার নাম ফাঁস করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই তিন জনের ছবিও দাখিল করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে।

শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, যে চরমপন্থীরা আজ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালীতে ইডি আধিকারিক, সিআরপিএফ জওয়ান এবং সাংবাদিকদের উপর কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছিল, তারা হল শেখ শাহজাহানের দুই ভাই শেখ আলমগীর (সবচেয়ে ছোট) ও শেখ সিরাজুদ্দীন এবং কুখ্যাত অস্ত্র চোরাচালানকারী, খুনি ও বর্তমানে সরবেরিয়া-আগরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াউদ্দিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস ও উৎসাহের কারণে শেখ শাহজাহানের মতো অপরাধীরা রোহিঙ্গাদের একত্রিত করে তার দোসর হিসেবে কাজ করিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এনআইএ-এর উচিত অবিলম্বে এই সমস্ত দেশবিরোধী শক্তিকে শাস্তি দেওয়া।

দাউদের চারটি সম্পত্তির নিলাম সম্পন্ন, অবিক্রিতই থেকে গেল দু’টি প্রপার্টি

মুম্বই, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের চারটি সম্পত্তির নিলাম শেষ হয়েছে। নিলামে দু’’’’টি সম্পত্তির জন্য যথাক্রমে ২.০১ কোটি এবং ৩.২৮ কোটি টাকা দর উঠেছে । অন্য দুটি সম্পত্তি অবিক্রিত থেকে গিয়েছে। ‘স্মাগলার্স অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানিপুলেটর্স (ফরফিচার অব প্রপার্টি) অ্যাক্ট (এসএএফইএমএ)’ অনুযায়ী, ওই অবিক্রিত চারটি সম্পত্তির নিলাম ডাকা হয়।

দাউদ এবং তাঁর পরিবারের চারটি সম্পত্তি শুক্রবার নিলামে তোলা হয়। দাউদ এবং তাঁর পরিবারের অবিক্রিত চারটি কৃষিজমি রয়েছে মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলার মুম্বাকে গ্রামে। ওই গ্রামের বাড়িতেই তাঁর শৈশব কেটেছিল। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে নিলাম হয়েছিল মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারের কাছে দাউদের কুখ্যাত ধামড়ওয়ালা বাড়িটি। আশির দশকে ভারত ছেড়ে পালানোর আগে পর্যন্ত সেখানেই থাকত দাউদ।

“আজ আমাদের বাংলার একটা কালো দিন“, মন্তব্য লকেটের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কড়া ভাষায় সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

শুক্রবার তিনি এক ভিডিওবার্তায় বলেন, “আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্তে গিয়েছে। সেই তদন্ত যাতে না হয়, যাতে চাপা পড়ে যায়, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এলাকার মহিলা-সহ লোকজনকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভুল বুঝিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আটকে দেওয়া হয়েছে। তাদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা কোন জগতে বসবাস করছি? লজ্জার কথা! ইডি, সিআইডি-র তদন্তে সুরক্ষা দেওয়ার কথা রাজ্য সরকারের। তা না করে গুণ্ডাবাহিনী, মাস্তানবাহিনীকে লেলিয়ে দিচ্ছে? কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এই বাংলাকে? আমরা কোথায় বাস করছি? এতদিন আমাদের ওপরে হামলা হত। এখন আর শুধু আমাদের ওপরে নেই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারদের ওপর হচ্ছে! এর পর তো দেখব প্রধানমন্ত্রী বা যে কেউ আসুন তাঁরাও সুরক্ষিত নন। যা খুশি করতে পারে!

মহিলাদের লেলিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মহিলা হিসাবে আজ খুব খারাপ লাগছে। লজ্জার কথা! বাংলার মানুষ ২০২৪-এ এর জবাব দেবে। আর যাঁদের ওপর আক্রমণ হয়েছে, তাঁরাও মানুষ। আমরা সেই পরিবারগুলোর সঙ্গে আছি।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৪০ কোটি দেশবাসীর শক্তির প্রতীক: যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৪০ কোটি দেশবাসীর শক্তির প্রতীক, শুক্রবার এই মন্তব্য করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি শুক্রবার সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডে (সূর্য কামান) আয়োজিত তিন দিনের ’’আপনার সেনাবাহিনীকে জানুন” উৎসবের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই একথা বলেন যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী রঙিন বেলুন আকাশে উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের ১৪০ কোটি মানুষের শক্তি ও সাহসের প্রতীক। তিনি বলেন, একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীই একটি নিরাপদ ও সার্বভৌম জাতির রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। এদিনের অনুষ্ঠানে শিখ রেজিমেন্টের সেনারা দুঃসাহসিক পাঞ্জাবি ধ্বনিতে তাদের ঐতিহ্যবাহী বীরত্ব প্রদর্শন করে। মুখ্যমন্ত্রী এখানে আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। সেখানে সেনাবাহিনীর সরঞ্জামের পাশাপাশি অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রদর্শন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী যোগী সেনা আধিকারিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন অস্ত্র ও সামরিক সামগ্রী সম্পর্কেও জানতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে প্রথমবার দেশের রাজধানীর বাইরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এটা গর্বের বিষয় যে লখনউ-ভিত্তিক সেন্ট্রাল কমান্ডকে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের যুবকরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কাছ থেকে জানতে পেরেছে এবং সেনাবাহিনীর বীরত্বকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগও পেয়েছে।

কুণালের মন্তব্যে কড়া প্রতিক্রিয়া বিজেপি মুখপাত্র সজলের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে শুক্রবার ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা, ইডিএবং একাধিক সংবাদপত্রের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ইডি এবং সংবাদপত্রের ওপরেই দোষ চাপিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করল বিজেপি।

বিজেপি-র মুখপাত্র সজল ঘোষ সংবাদমাধ্যমে বলেন, “বাংলায় যে আইনশৃঙ্খলার সুষ্ঠু পরিস্থিতি নেই তা এই ঘটনাতেই প্রমাণিত। বাংলাকে সিরিয়া-পাকিস্তান বানিয়ে ছেড়েছে তৃণমূল। শাসক দলের প্রশ্রয়ে কিছু জায়গা গুণ্ডা বদমায়েশদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের আবার পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থাও করে রেখেছে সরকার। শুক্রবারের ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না।”

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ইডির একটি দল সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যায়। কিন্তু সেখানে যেতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিগৃহিত হন কেন্দ্রীয় বাহিনীর তদন্তকারীরা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার এক্স মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার ৫ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ লিখেছেন, ’পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদিকে তাঁর জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।’

জাপানে ভূমিকম্পে বিপুল প্রাণহানি; শোকপ্রকাশ মোদীর, চিঠি লিখে জানালেন সমবেদনা

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন বছরের শুরুতেই বিধ্বংসী ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়েছে জাপান। মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের, আহতের সংখ্যা ৩ শতাধিক। জাপানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে চিঠি লিখে সমবেদনা জানিয়েছেন মোদী।

শুক্রবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, জাপানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে চিঠি লিখেছেন এবং গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করে জানান, জাপানের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ভারত এবং সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

‘উস্কানির ফল’, সন্দেশখালির ঘটনায় ইডির উপরই দায় চাপাল তৃণমূল

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে মারধর খান ইডি অফিসাররা। তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। হামলা চালানো হয় সংবাদকর্মী ও সংবাদমাধ্যমের গাড়ির উপরেও। এ ঘটনা উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেও ইডির উপরই দায় চাপাল তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, “সন্দেশখালিতে যা ঘটেছে তা উদ্বেগজনক। এমনটা না হলেই ভাল হত। কিন্তু বুঝতে হবে যে কেন এমন হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি বেছে বেছে রোজ তৃণমূল নেতাদের বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সংবাদমাধ্যমের একাংশকে। তার পর সেখানে গিয়ে প্ররোচনা দিচ্ছে।”

কুণালের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সির এহেন রাজনৈতিক হানাদারির ঘটনায় সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে সংবাদমাধ্যমের একাংশেরও। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসা করছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

কুণাল এদিন স্পষ্টই বোঝাতে চেয়েছেন যে সন্দেশখালিতে যা ঘটেছে তা হল জনরোষের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কথায়, সংবাদমাধ্যম যাই বলুক না কেন তৃণমূল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তাই কোনও অবস্থাতেই সংবাদকর্মীদের উপর হামলা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যা ঘটেছে তা উস্কানিরই ফল।

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবস্থা, মন্তব্য শুভেন্দুর, এনআইএ তদন্তের আর্জি

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ভয়ঙ্কর। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপর্যস্ত। শুক্রবার এই মন্তব্য করে সন্দেশখালির ঘটনায় এনআইএ তদন্ত দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি ঘটনার ছবি এবং ভিডিয়ো-সহ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, “সন্দেশখালিতে

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টিএমসি নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় ইডি আধিকারিক ও সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর নৃশংস হামলা। আমার সন্দেহ করি যে জাতীয় বিরোধী হামলাকারীদের মধ্যে রোহিঙ্গারা রয়েছে। আমি মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ,

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং সিআরপি-র অধিকর্তাকে অনুরোধ করছি এই গুরুতর পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নৈরাজ্যকে দমন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। এনআইএ-রও বিষয়টি তদন্ত করা উচিত।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা কুণালের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের ‘বাধা দেওয়া’, তাদের উপর ‘হামলা’, তাদের এবং একাধিক প্রচারমাধ্যমের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সন্দেশখালিতে স্থানীয় ও তৃণমূলের ভূমিকায় যে অসন্তুষ্ট তা স্পষ্ট করে দেন বিচারপতি।

তৃণমূল অবশ্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য নিয়ে তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, “বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন, তা আপত্তিকর এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত। বিচারপতির চেয়ারকে উনি অপমান করছেন। ওঁর উচিত চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে আসা। না হলে প্রধান বিচারপতির উচিত ওঁকে সতর্ক করা।”

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে এদিন একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। সন্দেশখালিতে গিয়ে প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়েন আধিকারিকরা। মারধর করা হয়। কার্যত ধাওয়া করে এলাকা ছাড়া করা হয় ইডি আধিকারিক ও জওয়ানদের।

ফিফায় সহকারী রেফারি হলেন উজ্জ্বল হালদার

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ তের বছর পরিশ্রমের পর আজ বড় সাফল্য পেলেন বাংলার রেফারি উজ্বল হালদার। ২০২৪ সালের ফিফার সহকারী রেফারিং প্যানেলে নাম উঠল তার। এই খবরে উচ্ছ্বসিত কল্যাণীর উজ্জ্বল। উজ্জলের কথায়, “ফিফার প্যানেলে নাম তোলার স্বপ্ন নিয়েই ২০১১ থেকে সহকারী রেফারির কাজ শুরু করেছিলাম। ২০১৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের ম্যাচ খেলানোর সুযোগ পাই। দীর্ঘ ৯ বছর পর আমার স্বপ্ন সত্যি হল।” এছাড়া নতুন তালিকায় থেকে গেলেন বাংলার রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বর্মন এবং সহকারী রেফারি অসিত সরকার ও সমর পাল। এছাড়াও ভারত থেকে রেফারি সেন্থিলনাথন শেখরণ এবং সহকারী রেফারি দীপেশ সাওয়ান্ত ফিফার স্বীকৃতি পেয়েছেন।

“এই আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর”, নিশীথ প্রামানিক

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনার কড়া সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক।

তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কেন্দ্র এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। কেন বার বার পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর কথায়, “সন্দেশখালির এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনও রাজ্যে যখন কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আদালতের নির্দেশে তদন্তের জন্য বিভিন্ন স্থানে যায়, সেই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের সুরক্ষার দায়িত্ব সেই রাজ্যের সরকারের।

ফ্যাকাল্টির ঘাটতি

● প্রথম পাতার পর

কথায়, উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন কলেজগুলিতে ফ্যাকাল্টিদের ঘাটতি প্রশমিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ইতিমধ্যে সাধারণ ডিগ্রি/পেশাগত কলেজগুলির জন্য ১০৩ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে ৫৭ জন লেকচারার নিয়োগ করেছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরার সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপকের ৭৫টি শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষকের তীব্র ঘাটতি মেটানোর জন্য শিক্ষা দফতর ইতিমধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষকে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য কলেজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গেস্ট লেকচারারদের নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যেই কলেজগুলি দ্বারা ৬৩২ জন গেস্ট লেকচারার নিয়োগ করা হয়েছে। কলেজে শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরও গেস্ট লেকচারারদের নিযুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ডাঃ সাহা বলেন।সাথে তিনি যোগ করেন, উচ্চ শিক্ষা দফতরের অধীনে সমস্ত কলেজে শিক্ষকের মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৯৯২। তার মধ্যে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭০৩ জন। ফলে মোট ২৮৯টি শূন্যপদ রয়েছে। কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের উত্থাপিত অন্য প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার পরিচালিত ২৫ টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয়টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ রয়েছেন।

২৮,৫৬,৯২৫ জন

● প্রথম পাতার পর

যে আপডেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে তাতে সুযোগ নিয়ে নাম নথিভুক্ত করাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগ।এদিকে, সারা রাজ্যের সাথে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা-২০২৪ প্রকাশিত হয়েছে। ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনীর পর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ভোটার রয়েছেন ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৮১২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৪৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮২৪ জন। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার একথা জানান।সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, খসড়া ভোটার তালিকায় ভোটার ছিলেন ৬,৮৭,৮৪৫ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটার বেড়ে হয়েছে ৬,৯২,৮১২ জন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২-মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ১.০১ শতাংশ, ১৪-বাধারঘাট (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ১.০৮ শতাংশ এবং ১৮-সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ১.০৯ শতাংশ ভোটার বেড়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে গড়ে ভোটার বেড়েছে ০.৭২ শতাংশ। জেলাশাসক জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সবথেকে বেশী ভোটার রয়েছেন ১৪-বাধারঘাট (এসসি) কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে ভোটার রয়েছেন ৬২,৭২৩ জন। সবথেকে কম ভোটার রয়েছেন ১-সিমনা (এসটি) কেন্দ্রে। ভোটার রয়েছেন ৩৮, ৯৭৪ জন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে দিব্যাঙ্গজন ভোটার রয়েছেন ৩২২৩ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৪০ জন।

রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মাস আগে খয়েরপুরস্থিত রুদ্রাক্ষস ফাউন্ডেশন নামে এক রিহাব সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল আকাশকে। দীর্ঘ চার মাশ ধরে প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা করে দিয়ে গেছে আকাশের পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু সেই রিহাব সেন্টারের মালিক বিপ্লব রায় এবং রিহাব সেন্টারের অন্যান্য সদস্যরা প্রায়শই আকাশকে মারধোর করত বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁকে প্রায়শই লোহার রড, ব্যাল্ট, কাঠের টুকরো দিয়ে মারধোর করা হত বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা।এদিকে গত পাঁচদিন আগে হঠাৎ রিহাব সেন্টারেই রক্ত বমি করে আকাশ। তারা তাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে হাসপাতাল থেকে জোরপূর্বক আবার তাকে রিহাব সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায় বলে রিহাবের সদস্যরা। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা আকাশকে পুনরায় রিহাবে না পাঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে যান। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাকে বৃহস্পতিবার রাতে পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি করেছেন হাসপাতালের সদস্যরা। কিন্তু আজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আকাশ। তার মৃত্যুর জন্য রুদ্রাক্ষস ফাউন্ডেশনকেই দায়ী করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা। এই ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুন্দরবনের মধু জি আই তকমা পাওয়ায় খুশি মৌলেরা

সুন্দরবন, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : জয়নগরের মোয়ার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুকুটে জুটল আরও এক পালক। এবার জি আই তকমা বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন পেল সুন্দরবনের মধু। বছরের শুরুতেই জলপাইগুড়ির কালোনুনিয়া চাল, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানের টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের গরদ এবং কোরিয়াল শাড়ির সাথে জি আই তকমা পেয়েছে সুন্দরবনের মধুও। পুনের একটি সংস্থাকে হারিয়ে এই জি আই তকমা পেয়েছে সুন্দরবনের মধু। কেন্দ্রীয় সরকারের জি আই পোর্টালের স্ট্যাটাসে গত বুধবার থেকেই রেজিস্টার্ড হয়েছে সুন্দরবনের মধুর নাম। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে সুন্দরনবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও ২৪ পরগনা বন বিভাগ এলাকায় মৌলেরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করতে যান। প্রায় মাস খানেক ধরে সুন্দরবনের গহন অরন্য থেকে মৌচাক খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করেন মৌলেরা। এরপর সেই মধু বন দফতর নির্দিষ্ট দামে মৌলেদের থেকে কিনে নেয়। সেই মধুই বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ‘মৌবন’ নামে বাজারজাত করে আসছে। এই মধু বন উন্নয়ন নিগমের বিভিন্ন কটেজ সহ বন দফতরের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র থেকে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

কোভিড পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে যাতে মৌলেরা আরও বেশি মধু সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হন সেই কারণে গত মধুর মরশুম থেকেই মৌলেদের বাড়তি দাম দিতে শুরু করেছে বন দফতর। গত এপ্রিলে ৭৫ টি দল এই মধু সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিলেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায়। মোট ৫৭৬ জন মৌলে আগামী একমাস ধরে মোট দু দফায় সুন্দরবনের গহন অরণ্য থেকে মধু সংগ্রহ করেন। কেজি প্রতি ৪৫ থেকে ৭০ টাকা করে বাড়তি দাম দেওয়া হয়েছে মৌলেদের। গত এপ্রিল মাসে সুন্দরবন থেকে প্রায় ২০ মেট্রিকটন মধু সংগ্রহ করেছিলেন মৌলেরা।

তবে এবার জি আই তকমা মেলায় সুন্দরবনের মধুর চাহিদা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন সকলেই। আর এতেই খুশির আবহাওয়া মৌলেদের মধ্যে। সারা বছর ধরে মধুর মরশুমের দিকে বাড়তি রোজগারের আশায় তাকিয়ে থাকেন মৌলেরা। গতবার মধুর দাম কিছুটা বাড়তি মেলায় খুশি হয়েছিলেন তাঁরা। এবার জি আই তকমা মেলায় সেই দাম আরও বাড়বে বলেই দাবি তাঁদের। সাতজেলিয়ার বাসিন্দা মাধব সর্দার, ঝড়খালির বাসিন্দা সুকদেব মন্ডলরা বলেন, “সাড়া বছর মাছ, কাঁকড়া ধরলেও মধুর মরশুমে আমরা জঙ্গলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মধু সংগ্রহ করতে যাই। কারণ একমাস জঙ্গলে মধু সংগ্রহের সরকারি অনুমতি পাওয়া যায়। রোজগারও ভালই হয়। এবার জি আই পেয়েছে আমাদের মধু, ফলে আরও চাহিদা বাড়বে, আরও বেশি দাম পাওয়া যাবে। কিছুটা হলেও অর্থকষ্ট কমবে।” সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, “ এটা ভীষণ খুশির খবর আমাদের সকলের কাছে যে সুন্দরবনের মধু জি আই ট্যাগ পেয়েছে। এরফলে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা আরও বাড়বে। যে মৌলেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই মধু সংগ্রহ করেন জঙ্গল থেকে তাঁরা আরও আর্থিক ভাবে লাভবান হবেন।”

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২৪, ১০৪ কোটি টাকা। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন এই প্রকল্প রূপায়িত হলে দুর্বল অংশের জনজাতি পরিবার ও বসতিগুলিতে আবাসন, পরিশ্রুত পানীয়জল, স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টি, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্থায়ী জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা যাবে। রাজ্যপাল বলেন, ভারত সরকার নির্বাচিত কিছু মহিলা স্বসহায়ক দলকে ১,২৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ হাজার ড্রোন সরবরাহ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়ে কৃষি সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্য এই ড্রোনগুলিকে ভাড়া দেওয়া হবে। এরফলে কৃষিজ উৎপাদন বাড়বে ও কৃষকদের সুবিধার্থে পরিচালনগত ব্যয় হ্রাস পাবে। তেমনি স্বসহায়ক দলগুলির জন্য স্থায়ী ও বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, দেশের জন্য ২০২৩ সালটি খুবই উল্লেখযোগ্য বছর ছিল। চাঁদে মিশন পাঠিয়ে এই দেশ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে নিজের নাম লিখিয়েছে। ২০২৩ সালের ১৪ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে পাঠানো চন্দ্রায়ন-৩ মিশন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ২০২৩”র ২৩ আগস্ট চন্দ্রায়ন-৩-এর মুন ল্যান্ডার ”বিক্রম” সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে ও ”প্রজ্ঞান রোভার” চাঁদের পৃষ্ঠে ঘুরে বেড়ায়। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) সফল চন্দ্রায়ন মিশনের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের দশদিন পরেই ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইসরোর ”আদিত্য এল-১” মিশন শুরু হয়। ইসরোর এই সাফল্যে রাজ্যপাল রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে ইসরোর বিজ্ঞানী সহ সকল সদস্যদের অভিনন্দন জানান। রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যে ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ২০২৩ সালের আমন মরশুমে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সূচনা হয়েছে। ৫৩,২০৭ হেক্টর জমিতে বিপণনের উপযুক্ত সুবিধা সহ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে। ”প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি” প্রকল্পে ২০১৮-১৯ থেকে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৩৯ জন কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১৫তম কিস্তি সহ মোট ৬৪০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় কৃষকদের বীমার প্রিমিয়ামের টাকা বাবদ মোট ২১.১৪ কোটি টাকা দিয়েছে। ফলে মোট ১২.৭৬ লক্ষ কৃষকের জমি বীমার আওতায় এসেছে। তাছাড়া ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৬০টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ১,৬৪৯ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। পিএম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় আসা অবশিষ্ট কৃষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে ”ঘর ঘর কেসিসি অভিযান” চলছে। কৃষির বিকাশে রাজ্যে ৩২টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে, ২৮ হাজার ৮০০টি বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামীণ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে ৩৭৫টি ফার্ম মেশিনারি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার ২০১৮ থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু করেছে। বর্তমানে বছরে দুবার ধান ক্রয় করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ খারিফ বিপণন মরশুমে প্রথম ফসল পর্যন্ত রাজ্যে ১.৭৫ লক্ষ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য ন্যূনতম সহায়কমূল্য বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩৩৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ সালে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি করে কুইন্টাল প্রতি ২, ১৮৩ টাকা করা হয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, সরকার উদ্যানজাত ফসলের বিপণনে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। সেই সঙ্গে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও বেশি জমি অর্থকরী ফসল চাষের আওতায় নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

বিধানসভায় রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে গত ১৫ জুন, ২০২৩ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্লাস্টিক মুক্ত অভিযানের সূচনা করেন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা সরকারি ছাপাখানার আধুনিকীকরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রদর্শিত উন্নয়নের দিশায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়ন এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দ্রুত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

স্মৃতিচারণ

● প্রথম পাতার পর

নীরবতা পালন করে প্রয়াত দুই বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁদের প্রয়াণে আজ বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজ্যপালের ভাষণ এবং বিজনেস এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ ব্যতিত সমস্ত কার্যবাহী স্থগিত করা হয়েছে এবং অধ্যক্ষ অধিবেশন সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি করেছেন।

ফের চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগ, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রসুতি মৃত্যুকে ঘিরে বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) আবারও চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগে প্রসুতি মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহকুমা হাসপাতাল কতৃপক্ষ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম চুমকি বাউড়ি(২৭)। দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের নাগার্জুন বস্তি এলাকার বাসিন্দা। গত বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সিজার করে চুমকিদেবীর এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। মৃতার স্বামী বাবু বাউড়ি জানান,’ স্ত্রী ও সদ্যজাতকে বেডে দেওয়া হয়। কিন্তু রাতেই তার কাছে ফোন আসে। হাসপাতাল থেকে জানানো হয় প্রসূতির অবস্থা ভাল না। তারপরেই ওই প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করলে তাকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন আজ শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয়।”

তিনি আরও বলেন,’ মৃত্যুর পর আমাকে ময়না তদন্ত করতে নিষেধ করা হয়। জোর করে সেই কাগজে সই করতে বলা হয়। তখনই আমাদের সন্দেহ হয় চিকিৎসায় গাফিলতি হয়েছে। ততক্ষণে পুলিশ মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে চলে আসে। এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী নামানো হয়। পুলিশের এই অতিসক্রিয়তাতে আমাদের সন্দেহ বাড়ে। কেন পুলিশ এত তৎপরতায় মৃতদেহ দাহ করার জন্য শশ্মানে পৌঁছানোর দেওয়ার জন্য বলে। তাতেই পৃরশ্ন জাগে, পুলিশ মৃতদেহ বাড়িতে এনে দিল। আবার শশ্মানে পৌঁছে দেব বলছে। তাড়াতাড়ি দাহ করতে বলছে।’

এদিকে চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্ত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। এমনকি এলাকায় মৃতদেহ পৌঁছাতেই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করে। ফলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও পরিবারের পক্ষে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের দাবী তুলে সরব হয়। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, সিজার করার সময় হয়তো পেটের ভেতর ভুল অপারেশন করছে। তার জেরে হয়তো মৃত্যু হয়েছে। তাই ময়নাতদন্ত করা হোক।’

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে ওই হাসপাতালেই সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেই মৃত্যু হয়েছিল সোনি তুড়ি (১৯) নামে এক প্রসূতির। সোনির পরিবারের লোকজনও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনেছিলেন ওই হাসপাতালের বিরুদ্ধে। তারপর এদিনের প্রসুতি মৃত্যুতে মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হাসপাতাল সুপারের ধীমান মন্ডল জানান, ’ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বন্ধ কারখানার আঁড়ালে কয়লা ড্রোজিং ! দুর্গাপুরে শ্রমিকপল্লীতে কয়লা গুঁড়ো নাকাল বাসিন্দারা, ক্ষোভ

দুর্গাপুর, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) ”ছিল বিড়াল হল রুমাল।” ছিল রিফ্যাক্টরী। হয়ে গেছে কয়লা ডিপো। আর সেখানেই রাতভর চলছে কয়লার চাঁওড় ভাঙার কাজ। আর ওই বিকট শব্দের সঙ্গে কয়লাগুঁড়োয় ওষ্ঠাগত প্রান আশপাশের বাসিন্দাদের। প্রতিবাদ করায় পাল্টা বস্তি তুলে দেওয়ার হুমকির শিকার। আতঙ্কে এলাকাবাসী প্রশাসনের দারস্ত। এমনই দুষণে জেরবারের ছবি ধরা পড়ল দুর্গাপুর ২৯ নং ওয়ার্ডের এনএন বোস রোডে শ্রমিকপল্লী এলাকায়। প্রশ্ন উঠেছে, ওই কয়লা ডিপোর বৈধতায়।প্রসঙ্গত, কয়লাকান্ডে তোলপাড় গোটা রাজ্য। কেন্দ্রীয় গয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও রাজ্যের সিআইডি অবৈধ কয়লার চোরাচালনে ধরপাকড় শুরু করেছে। ঘটনায় একাধিক কয়লা মাফিয়া ধরা পড়েছে। ঘটনার তদন্তে জোর তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য কেন্দ্র উভয় গয়েন্দা বিভাগ। এমনকি খনি সংস্থা ইসিএলের বেশ কয়েকজন আধিকারিকও গ্রেফতার হয়েছে। কয়লা পাচার কাণ্ডে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ তদন্তকারী সংস্থার। একইসঙ্গে তদন্তকারীদের র‍্যাডারে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট শিল্প সংস্থা। বছরখানেক আগে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ অবৈধ কয়লা পাচার রুখতে সক্রিয় হয়েছিল। বেশ কিছু অবৈধ কয়লা পাচারের হদিশ উদ্ধার করেছিল। ধরপাকড়ের মাঝে আবার সক্রিয় কয়লা পাচারচক্র। গত কয়েকমাস ধরে বন্ধ কারখানার আড়ালে রমরমিয়ে চলছে অবৈধভাবে কয়লা পাচার ও মজুতের রমরমা কারবার। গত আগস্টের শেষের দিকে দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার সরপি এলাকায় সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর আড়ালে অবৈধ কয়লা কারবারের হদিশ পায় পুলিশ। ঘটনায় সিমেন্ট ফ্যাক্টরী থেকে বাজেয়াপ্ত করে ১০ মেট্রিক টন অবৈধ কয়লা। তার কয়েকদিন আগে কাঁকসার বাঁশকোপায় অবৈধ কয়লা বোঝাই তিনটি লরি ধরা পড়ে পুলিশের জালে। ঘটনায় দুজন চালক গ্রেফতার হয়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আসানসোলের সালানপুরে একটি বেসরকারী ফ্যাক্টরীর কয়লা পাচার চক্রের হদিশ পায়। যেখান থেকে ওইসব কয়লা পাচার হচ্ছিল। সেখানে কয়লা ছাড়াও জেসিবি মেশিন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তারপর আবারও নতুন করে কয়লা পাচারের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দুর্গাপুর ২৯ নং ওয়ার্ডে এনএনবোস রোডে বিগত কুড়ি বছর ধরে বন্ধ একটি রিফ্যাক্টরীতে বিশাল এলাকাজুড়ে কয়লা মজুত করা হয়েছে। আশপাশের বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতভর কয়লার চাঙড় ভাঙা ও কিছু মেশানোর কাজ চলে। তাতে বিকট শব্দ যেমন হয় তেমনই কয়লার গুঁড়োয় ওষ্ঠাগত প্রান। আশপাশের গাছপালা, থেকে রাস্তাঘাট কয়লার গুঁড়োয় ভর্তি। গোটা পরিবেশটি যেন আস্ত একটা কোলিয়ারি তৈরী হয়েছে। আর তাতেই প্রশ্ন উঠেছে ওই ফ্যাক্টরীর বৈধতা ও দুষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের ছাড়পত্র নিয়ে। যদিও দুর্গাপুর দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ মুখ খুলতে চায়নি। এমনকি কারখানা কর্তৃপক্ষও কিছু বলতে চায়নি। এলাকায় রয়েছে একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুল, অঙ্গওয়াড়ী সেন্টার ও একাধিক ছোট কারখানা। স্থানীয় বাসিন্দা বৈশাখি চঁদ ও আরতি অঁকুড়ে প্রমুখ জানান,’ সকালে গোটা ঘরবাড়ি সব কয়লার গুঁড়োর স্তর পড়ে যায়। রান্না করা খাওয়ার সময় কয়লার গুঁড়ো পড়ে। ছোট ছেলেমেয়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। আমরা পরিচারিকার কাজ করি। মনিবের বাড়ীতে কাজ সেরে এসে আবার ওই কয়লার গুঁড়ো পরিস্কার করতে হয়।’

বাসিন্দারা আরও বলেন,’ কয়কেদিন আগে কারখানাটির গেটে প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন শাসকদলের মদতে আমাদের বস্তি থেকে তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। তাই চরম আতঙ্কে রয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছি।’ পার্শবর্তী একটি কারখানার শ্রমিক বিকাশচন্দ্র পাল জানান,’ কয়লা চাঙড় ভাঙার সময় ব্যাক ফিল্টার বসানো দরকার ছিল। কিন্তু দুষণ নিয়ন্ত্রণের কিছুই তোয়াক্কা করে না। তাই বাতাসে কয়লার গুড়ো। ওই কয়লাগুঁড়োর দাপটে টিফিনে খাবার খাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে। বাড়িতে গিয়ে নাক পরিস্কার করার সময় কালো কফ বের হয়। ফলে যক্ষা রোগের আশঙ্কায় আতঙ্কে রয়েছে।’

সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন,’রাজ্যের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রন করছে কয়লা, বালি, লোহা কারবারিরা। পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদলের মদতে চলছে এই কয়লা কারবার। বন্ধ কারখানার ভেতরে এভাবে কয়লার কারবার কখনই চলা উচিত নয়। আমরা বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব।’ যদিও শ্রমিকপল্লীর ঘটনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,’ বস্তিটতে হত দরিদ্র পরিবারের বসবাস। দুষণের অভিযোগ সত্য। পুরনো বন্ধ ইটভাটাকে ঘিরে কয়লা ড্রোজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। কোথা থেকে কিভাবে কয়লা আসছে জানা নেই। তবে কয়লারগুঁড়োয় দুষণে নাজেহাল আশপাশের বাসিন্দারা। বিষয়টি স্থানীয় থানায় ও জেলার দুই মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। এই দুষন বন্ধ হওয়া দরকার।’ যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে কোকওভেন থানার পুলিশ জানিয়েছে,’ সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’

“এজেন্সি দিয়ে টার্গেট করা হচ্ছে...” সন্দেশখালির ঘটনায় প্রতিক্রিয়া শশী পাঁজার

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি, (হি.স.) : শুক্রবার সকালে বেনজির ঘটনার সাক্ষী দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সরবেড়িয়া। স্থানীয় তৃণমূলনেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযানে গিয়ে স্থানীয়দের বিপুল বিক্ষোভের মুখে পড়ে ইডি ও সিআরপিএফ জওয়ান। বিক্ষোভকারীদের হাতে রীতিমতো হেনস্থা হতে হয় ইডি আধিকারিকদের। মাথা ফাটে দু’জন ইডি আধিকারিকের। এ প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

তিনি বলেন, ‘সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতি হওয়ার কথা নয়। গ্রামের মানুষ থেকে জানতে পারছি। তাদের মধ্যে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক উশৃঙ্খলাতা অনেক জায়গায় থাকে। এখানে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়ানোর কথা বলব।’

পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘আমরা হিংসাকে উৎসাহ বা সমর্থন করছিনা। কিন্তু এজেন্সি দিয়ে টার্গেট করা হচ্ছে। গ্রামের মানুষ সেটা বুঝতে পারছে। এখন বলছেন রাজ্য দায়িত্ব নিতে পারত। কিন্তু রাজ্যকে কিছুই জানানো হচ্ছে না।’

রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি শাসন হওয়া উচিত না উচিত নয় তার একটা মাপকাঠি হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় বাহিনী এনেই ভোট হয়েছিল ২০২১ সালে। তার ফল সবাই দেখেছে। ওইসব ধমকে চমকে লাভ নেই। মুখ আর মুখোশ চিনে নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে আমরাও চ্যালেঞ্জ করছি। রাজ্য পুলিশ আর কেন্দ্র পুলিশ তাহলে কাজ বন্ধ করে দিক। বিজেপি সব কাজ করে দিক।’প্রসঙ্গত, এদিন ঘটনাস্থলে আহতও হন বেশ কয়েকজন। মারমুখী জনতার হাতে আক্রান্ত হন কিছু সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক এবং চিত্রগ্রাহক।

সরবেড়িয়ায় হামলার পরই উধাও ইডির ল্যাপটপ

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার সকালে ইডির তদন্তকারী অফিসাররা সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় পৌঁছানোর পর তীব্র জনরোষ তৈরি হয় এলাকায়। ব্যাপক গণ্ডগোল হয়। এসবের মধ্যেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, সরবেড়িয়ায় হামলার পর উধাও হয়ে গিয়েছে ইডির একটি ল্যাপটপ।

ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুধু তদন্তকারী অফিসারদের উপর হামলা চালানোই নয়, ওই হামলার পর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একটি ল্যাপটপ। যে ল্যাপটপটি ইডির কোনও একজন অফিসারের সঙ্গে ছিল বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের দাবি, খোয়া যাওয়া ল্যাপটপে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও ছিল।তবে তদন্তকারী সংস্থার এই ধরনের ল্যাপটপগুলিতে সাধারণত যথেষ্ট সিকিওরিটির বন্দোবস্ত রাখা হয়। সহজে এই ল্যাপটপ থেকে সাধারণ মানুষ তথ্য বের করে আনতে পারবেন না বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এদিন সকালে যে হামলার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তখন সেগুলি কেউ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কি না, নাকি হুড়োহুড়ির মধ্যে সেগুলি খোয়া গিয়েছে, সেই সব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এখনও পুলিশের কাছে অভিযোগ না জানালেও, আইনি পরামর্শ নিতে শুরু করেছেন ইডির অফিসাররা।নজিরবিহীন ও অনভিপ্রেতভাবে ইডির অফিসারদের উপর হামলা চালায় একদল উন্মত্ত লোকজন। ইডির অফিসার ও সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালানো হয়। মাথা ফাটে দুই ইডি অফিসারের।

জয়নগর তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আরও তিন

জয়নগর, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : জয়নগরের তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্কর মার্ডার কেসে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে চেন্নাই থেকে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে জয়নগর থানার পুলিশ।

মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে জয়নগর থানার পুলিশ চেন্নাই থেকে জাকির লস্কর আফতাবউদ্দিন লস্কর এবং মুজিবর লস্করকে গ্রেফতার করে। ১৩ ই নভেম্বর তৃণমূল নেতার খুনের পর জাকির লস্কর এবং আফতাব উদ্দিন লস্কর তারা চেন্নাইয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আফতাবের জামাইবাবু চেন্নাই এ কাজ করতো। জাকির ও আফতাব চেন্নাই গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে মুজিবর ঘটনার পরে রাঁচিতে পালিয়ে যায়। রাঁচি থেকে ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে গ্রেফতার হয় জাকির হোসেন ঢালী। জাকির গ্রেফতার হতেই মুজিবর পালিয়ে যায় চেন্নাই। তিনজনেই চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। ধৃত তিনজনেই তৃণমূল নেতার খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে জাকির এবং আফতাব খুনের সময় ঘটনাস্থলে ছিল বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মোট ৯ জন গ্রেফতার হলেও এখনো বেশ কয়েকজন অধরা। তাদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে খুনের ঘটনার পর থেকে কেউই মোবাইল ফোন ব্যবহার করত না। আফতাবের জামাইবাবুর মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তবে রাজমিস্ত্রির কাজের উপার্জন থেকে সম্প্রতি তারা নতুন মোবাইল ফোন কিনেছিলেন ব্যবহার করার জন্য। সেই মোবাইল ফোন গুলিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

াঙ্গন

রঞ্জি ট্রফি : শ্রীদাম, সতীশের হাত ধরে ঘরের মাঠে বড় স্কোরের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-২৬১/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে বড় স্কোর গড়তে চলেছে ত্রিপুরা। তবে দিনের শেষ বেলায় যদি শতরান করা শ্রীদাম পালকে না হারাতো তাহলে ত্রিপুরা থাকতো চালকের আসনে। রণজি ট্রফি ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা ৪ উইকেট হারিয়ে ২৬১ রান করে। শ্রীদাম পাল ১১২ রান করে আউট হয়েছেন। এছাড়া গনেশ সতী ৫৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন। এখন ত্রিপুরার লক্ষ্য থাকবে স্কোরবোর্ডে আরও রান করে শপররত গোয়াকে চাপে ফেলা। এরজন্য শনিবার সকালে সতীশ এবং দলনায়ক ঋদ্ধিমান সাহাকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতে হবে। ওই দুই ব্যাটসম্যান যদি সকালের ১ ঘন্টা উইকেটে কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা বড় স্কোর গড়বেই। শুক্রবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে আকাশ ঢাকা থাকায় নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ ঘন্টা পর খেলা শুরু হয়। সকালে স্যাঁতস্যাতে আবহায়া দেখে গোয়ার অধিনায়ক দর্শন মিশাল টসে জয়লাভ করে ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। দলীয় ২১ রানের মধ্যে ত্রিপুরা দুই ওপেনার বিশাল ঘোষ (১০) এবং বিক্রম কুমার দাস (৭)কে হারানোর পর চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা। ওই অবস্থায় দিনের নায়ক শ্রীদাম পালের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান পেশাদার ক্রিকেটার সুদীপ চ্যাটার্জি। ওই জুটি পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। তৃতীয় উইকেটে ওই জুটি ১১১ বল খেলে ৬৯ রান যোগ করেন। সুদীপ ৬৫ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করেন।

সুদীপ আউট হতেই শ্রীদামের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান গনেশ সতীশ। ঠান্ডা মাথায় দুজন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে। দলীয় ২২৩ রানের মাথায় শতরান করেন শ্রীদাম।১৫৪ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে মরশুমের প্রথম ম্যাচে শতরান করেন শ্রীদাম। ওই জুটি ২১৫ বল খেলে ১৪৬ রান যোগ করে ত্রিপুরার স্কোরকে ভদ্রস্থ করেন। শ্রীদাম ১৬২ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১২ রান করে আউট হয়েছেন। শতরান করার পরই দ্রুত রান তুলতে গিয়ে নিজের উইকেট দিয়ে আসেন শ্রীদাম। শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা ৭৪ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেটে হারিয়ে ২৬১ রান করে। সতীশ ১২৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ রানে এবং দলনায়ক ঋদ্ধিমান ৫৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। গোয়ার পক্ষে লক্ষয় এ গার্গ ৩৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

নাথ যোগী ফোরামের রাজ্যভিত্তিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। আজ ত্রিপুরা নাথযোগী ফোরাম একদিনের রাজ্য ভিত্তিক প্রতিনিধি সম্মেলন আগরতলাস্থিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ২ নং হলে অনুষ্ঠিত হয়। শিবের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ এবং মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সম্মেলন সূচনা করেন ধনঞ্জয় মহারাজ , সভাপতি হরিহর দেবনাথ সাধারণ সম্পাদক অমরেশ দেবনাথ ।ওম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে সভা অনুষ্ঠান।

সম্মেলন সূচনায় স্বাগত ভাষণ রাখেন অমরেশ দেবনাথ। ফোরামের রাজ্য সভাপতি হরিহর দেবনাথ সম্মেলন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সমাধিজমি ব্যবস্থা , দানকৃত সমাধি জমি সরকারি নথিভুক্ত করা, নাথযোগী ডেভলেপ্টমেন্ট কাউন্সিল গঠন এবং জাতিগতভাবে জনগননা করাসহ ১৮ দফা আদায়ে নাথযোগী সমাজের জনগনকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিগন আলোচনায় অংশ নেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রবীর দেবনাথ।

আজ সকলের সর্ব সম্মতি ক্রমে আগামী দুই বছরের জন্য রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হরিহর দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক অমরেশ দেবনাথ এবং কোষাধ্যক্ষ সুজিত দেবনাথ।

জেলা, মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়েছে ।অনুষ্ঠান পরিচালনায় সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন হরিহর দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক অমরেশ দেবনাথ, ধনঞ্জয় মহারাজ,ক্ষিতিশ মহারাজ, মনোরঞ্জন দেবনাথ এবং ডি আর নাথ।

Notice Inviting Quotation

Quotations are hereby invited from competent agen 7 for conducting security audit of one web application namely Task Monitoring System, developed by the Directorate of Information Technology. IT Bhavan, Indranagar, Agartala.
The interested agency shall submit quotation at the office of the undersigned on or before 12.01.2024.
For any query email: itdept-tr@nic.in

Director, IT
Govt. of Tripura

ICA/C-3921/24

NIT NO: e-PT-21/W/EE/RD-DIV/JRN/2023-24
Dt. 30/12/2023

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 03.00 P.M. of 16/01/2024 for 01 (One) No. work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9774186723. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
R D Jirania Division
Jirania, West Tripura

ICA/C-3926/24

F.No- 42/PDGP/TPN/AUCTION/SUK/2023-24

NOTICE INVITING AUCTION NO:- 01/PDGP/TPN/AUCTION/SUK/2023-24/ 05 Date: 04/01/2024

On behalf of the Governor of Tripura, sealed separate percentage rate Auction Bid is invited from the enlisted contractors for the following work. The details of auction are as given Below:-

Sl. No	Name of Work	Reserve Value	Cost of Tender Document	Earnest money	Last date & time for receipt of application	Date & time for issue of Tender forms	Bidding document selling Centre	Bidding Document dropping	Dropping date & time	Date of opening of Tenders/ Time
1.	Auction for Demolishing existing 34(Thirty Four) nos Market stall at Dhajanagar Sukanta Market Under Paschim Dhajanagar Gram Panchayt under Tepania R.D Block existing market stall is load bearing structure with GCI sheet roofing over wooden structure having wooden doors and windows cement concrete flooring etc. Sukanta Market under Gomati District.	Rs.1,09,585/-	Rs.1,000/-	Rs.2779.00	During office on 11/01/2024 upto 4.00 PM	During office on & 12/01/2024 to 16/01/2024 up to 4.00 PM (office working Day)	O/o. the Paschim Dhajanagar Gram Panchayat under Tepania R.D Block, Udaipur, Gomati Tripura.	O/o the Paschim Dhajanagar Gram Panchayat under Tepania R.D Block, Udaipur, Gomati.	Up to 4.00 PM on 19/01/2024	20/01/2024 & 11 A.M at O/o the Paschim Dhajanagar Gram Panchayat under Tepania R.D Block, Udaipur, Gomati.

The details of terms and condition for Auction shown in notice Board of block office and pachim Dhajanagar GP office and Bid Documents.

The interested bidders are hereby requested to submit their Tender /Auction documents in gala sealed kham /Envelope by indicating the price in Word & figure along with necessary documents will be drooped in Tender Box to the Office Of the undersigned on the above mentioned date in Notice inviting Auction. The same will be opened on 20/01/2024 at 11AM (if possible) in presence of authorized bidders or representative of the bidders.

In- Charge/BPM
Paschim Dhajanagar GP
Tepania R.D. Block
Udaipur, Gomati Tripura

ICA/C-3931/24

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
আগরতলা : ত্রিপুরা

Online-এ ২০২৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের 7M ও 7H Form Fillup সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় প্রধানদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে,

২০২৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক Regular ও External পরীক্ষার্থীদের Online-এ 7M ও 7H Form Fillup **১০ জানুয়ারী থেকে ২৫শে জানুয়ারী, ২০২৪** তারিখের মধ্যে করতে হবে । Online-এ Form Fillup করার সময় :

১) সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের 1M Form এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের 1H Form সঠিকভাবে পূরণ করে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং বিদ্যালয়ে সেগুলি সংরক্ষিত থাকবে ।

২) সর্তকতার সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধমিক-এর Regular পরীক্ষার্থীদের IA-র প্রাপ্ত নম্বর, Practical পরীক্ষায় (শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের) প্রাপ্ত নম্বর entry করতে হবে ।

৩) যে সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধমিক Regular পরীক্ষার্থীদের 6th subject (Vocational) আছে, তাদের Vocational subject-এর Practical পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সতর্কতার সঙ্গে entry করতে হবে ।

৪) External পরীক্ষার্থীদের কোনো IA বা Practical নম্বর entry হবে না ; শুধু save, Final submission ও Challan submission করতে হবে ।

৫) পরীক্ষার্থীদের Subject বা অন্য কোনো তথ্য সম্পর্কিত কোনো সমস্যা থাকলে Online-এ 7M বা 7H Form Fillup করার আগে পর্ষদে যোগাযোগ করতে হবে ।

৬) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর Verification Reportগুলির Printout নিয়ে Subject, IA/Practical marks ও photo check করার পরেই Final submission করতে হবে ও পরীক্ষার Fee-এর Bank challan-এর উপরে ডানদিকে Regular ও External (যদি থাকে) পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাগুলি লিখে Challan submission করতে হবে ।

৭) **Final submission-এর পর কোনো অবস্থাতেই IA/Practical marks change করার জন্য পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাবে না ।**

৮) **৩০শে জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখের মধ্যে বিদ্যালয়প্রধানের স্বাক্ষরিত Verification Reportগুলি, পরীক্ষার Fee-এর Bank Challan এবং বিদ্যালয়প্রধানের Forwarding সহ পর্ষদে জমা দিতে হবে ।**

৯)**Continuing, Compartmental, Ext-compartmental, Single Subject, Improvement** পরীক্ষার্থীদের পূরণ করা 1M/1H Form পর্ষদে জমা দেওয়ার (offline) শেষ তারিখ ১২ই জানুয়ারী, ২০২৪ ।

(ডঃ দুলাল দে)
সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ICA/D-1551/24

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে ভালো খেলার লক্ষ্যে প্রস্তুতি জোর কদমে প্রগতি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি প্রগতি প্লে সেন্টারের। এবছর প্রগতির হয়ে অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে দলকে নেতৃত্ব দেবে অংশুমান নন্দী। চনমনে ক্রিকেটার অংশুমান। দলে আছে মাহির্নব লস্কর, অনিকেশ বিশ্বাস সহ আরো বেশ কয়েকজন উঠতি ক্রিকেটার। কোচ হিসেবে রয়েছেন নয়ন মনি দেববর্মা। বরাবরের মতো এবার ও কোচ সাহেবের ভরসা রয়েছে দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারের উপরই। ১১ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচ প্রগতি প্লে সেন্টারের। প্রতিপক্ষে রয়েছে জুয়েলস এসোসিয়েশন। দলের হাল হকিকত নিয়ে কোচ নয়ন মনি দেববর্মার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, চ্যাম্পিয়ন কিংবা রানার্স হওয়া লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য ভালো পারফরমেন্স প্রত্যেক ক্রিকেটারের। ক্রিকেটাররা ও বধ্য পরিকর ২২ গযে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে। প্রসঙ্গত সদ্য শেষ হওয়া টি সিএ পরিচালিত ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রানার্স আপের সম্মান অর্জন করেছে প্রগতি প্লে সেন্টার। ১৫ আসরে ও দল ভালো পারফরম্যান্স করবে বলেই আশাবাদী কোচ নয়ন মনি দেববর্মা।।

দৃষ্টিহীনদের দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। প্রথমবারের মতো দৃষ্টিহীনদের দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সঞ্জয় ধন ভৌমিক। এছাড়া, রানার্স হয়েছে বিপ্রজিত দেবনাথ। তৃতীয় স্থান পেয়েছে ব্রজধন সিনহা। লায়ন্স ক্লাব আগরতলার উদ্যোগে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবং অল ইন্ডিয়া ব্লাইন্ড

চেস ফেডারেশনের সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী দৃষ্টিহীনদের দাবা প্রতিযোগিতা আজ শুক্রবার শেষ হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং মেয়র ইন কাউন্সিল তুষার কান্তি ভট্টাচার্য প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল দাবারুদের প্রশংসাপত্র ও প্রাইজমানি প্রদান করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের শিশু উৎসবে ও ক্রীড়ার ঘোষনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ৫ জানুয়ারি।। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের উত্তর বাধারঘাট এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এবারও বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নতুন বছরে আগামী ৭ থেকে ১৩ জানুয়ারী শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে। আগামী ৬-৭ জানুয়ারী হবে প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা। এতে ৭৮ জন দাদায় এর্ন্টি নিয়েছেন। এছাড়া ৯ জানুয়ারী হবে যোগাসন প্রতিযোগিতা। এতেও প্রচুর এর্ন্টি জমা পড়েছে। এর বাইরে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে খেলা, উদ্বোধনী দিনে ৭ জানুয়ারী সাইক্যাল রেলি হবে। সাংস্কৃতিক দিকে বিবেকানন্দের উপর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সহ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তবলা প্রতিযোগিতা, যেমন খুশী সাজো, বসে আঁকো সহ সাংবাদিকদের সাথে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হবে। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী কমিটির কনভেনর প্রশান্ত ভৌমিক জানান, এই প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, শিশু ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে উন্মুক্ত মেগা স্বাস্থ্য শিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড এবার রয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের বর্ষব্যাপী হীরক জয়ন্তী পূর্তির সমাপ্তি হবে। ক্লাবের সচিব কমল দেব জানান, ১২ জানুয়ারী সকাল ১১টায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা স্বামীজীর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করবেন। এছাড়া ৭ জানুয়ারী সকাল সাড়ে ১০টায় মেয়র দীপক মজুমদার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন। এর সাথে থাকবেন এলাকার দুই কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক ও শম্পা সরকার চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী সহ কার্যকরী সদস্য বিশ্বজিৎ বনিক, লিটন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

সদর অনূর্ধ ১৫ : জিবি-কে হারিয়ে লীগ সূচনা চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের। অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে যেভাবে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে অনেকটা তারই আদলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের উদ্বোধনী দিনেও চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার জিবি প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে লীগ সূচনা করেছে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪৫ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ২২২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্কজিৎ সাহার ৮২ রান এবং সন্দীপন দাসের ৭০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। অর্ক জিৎ ৭৮ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮২ রান পায়। সন্দীপন ৭০ রান পেয়েছে ৯৬ টি বল খেলে সাতটি বাউন্ডারিও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার ৪৪.১ ওভার খেলে ১৪৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সর্বাধিক ৩২ রান পায় মৈয়াঙ্ক মাভি। চম্পা মুরা কোচিং সেন্টারের আকাশ দেবনাথ ১৮ রানে তিনটি উইকেট পায়। এছাড়া সন্দীপন ১৮ রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়। জি বি প্লে সেন্টারের ঋদ্ধিমান দাস পেয়েছিল তিনটি উইকেট ১১ রানের বিনিময়ে। দিনের খেলা পঞ্চায়েত মাঠে এগিয়ে চলো সংঘ কোচিং সেন্টার বনাম এনএসআরসিসি।

জাতীয় যোগায় সাফল্য অর্জনকারী ত্রিপুরা দলের খেলোয়াররা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।।৪২ তম জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতা এবছর অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কলকাতার দূর্গাপুরে। এ বছর জাতীয় আসরে ত্রিপুরা দল ভালো রেজাল্ট করে ও ১০৪ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স আপ দখল করে। ওয়েস্টবেঙ্গল ১২৪ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। শুক্রবার এন.এস.আর.সি.সির যোগা হলে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন ও রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যদলের খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রুপক সাহা,সচিব দিব্যেন্দু দও সহ সংস্থার কর্মকর্তারা। খেলোয়াড়দের অভিবাদন জানালেন সচিব সুকান্ত ঘোষ ও শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্নধার রূপক সাহা। সংবর্ধনা পেয়ে খুশি হলেন খেলোয়াড়েরা। জাতীয় আসরে এই ধরণের কৃতিত্ব সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। নাম উজ্বল করলেন খেলোয়াড়েরা ত্রিপুরা রাজ্যের। প্রত্যেককে এর জন্য আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা ও জ্ঞাপন করলেন অতিথিরা।

শূন্য রানে ৪ উইকেট রোহিতের মৌচাকে বিধ্বস্ত শতদল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে দারুণ সূচনা মৌচাকের। একেবারে লো-স্কোরিং ম্যাচে শতদল সংঘকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের লীগ সূচনা করেছে মৌচাক কোচিং সেন্টার। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে নীপকো মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শতদল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮.৫ ওভার খেলে ৪৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে ফেলে। মৌচাক কোচিং সেন্টারের রোহিত বর্মন বিনা রানে চার উইকেট, নীরব দাস ২ রানে ২ উইকেট এবং কৌশিক দাস ২২ রানে ২ উইকেট এর দখল নিলে শতদল সংঘের ছেলেরা তেমন স্কোর গড়তে পারেনি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মৌচাক কোচিং সেন্টার ১২ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মৌচাকের স্নেহাংশু রায় ১৭ রান সংগ্রহ করলেও অক্সিত দেবনাথের অপরাজিত ২২ রান দলকে সহজ জয় এনে দেয়।

মৌচাকের রোহিত বর্মন দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতি পায়। দিনের খেলা নীপকো মাঠে জুয়েলস এসোসিয়েশন বনাম তরুণ সংঘ।

কমল কাপ ক্রিকেটে সাউথ শান্তিরবাজার, লঙ্কামুড়া জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ক্রমশ জমজমাট হচ্ছে শহর দক্ষিণের আমতলীতে আয়োজিত কমল কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আজ, শুক্রবার ৫ম দিনেও দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ন''টায় প্রথম খেলায় লঙ্কামুড়া শ্রীপল্লী জয়লাভ করেছে। লঙ্কামুড়া শ্রীপল্লী টিম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ১৯৫ রান সংগ্রহ করলে জবাবে কলকলিয়া ৬৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

লংকামুড়া শ্রীপল্লী ১৩০ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে মোহাম্মদ তানভীর ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছে। বেলা একটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় সাউথ শান্তির বাজার ২০ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। হারিয়েছে এস.এ.বি টিমকে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সাউথ শান্তিরবাজার টিম ১৮২ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে এস এ বি টিম ১৬২ রাম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে এভন রিয়াং ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছে। দিনের খেলা সকাল ন'টায় টিম ওয়ার বনাম টিএসআই, সি এম এল। বেলা একটায় দ্বিতীয় ম্যাচে সাউ ব্রাদার্স বনাম মাওচাঙ হাথায়।

খেলো ইন্ডিয়া আসরে অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ফুটবল শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। অনূর্ধ ১৫ খেলো ইন্ডিয়া মহিলাদের ফুটবল লীগ ২০২৩-২৪ আগামী কাল থেকে শুরু হচ্ছে। এবার এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে শহর সন্নিকটে উষা বাজার স্থিত সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল গ্রাউন্ডে। আগামীকাল সকাল ৯ টায় টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে পশ্চিম জেলার জিলা সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, চেয়ারম্যান রতন ঘোষ, কর্পোরেটর শর্মিষ্ঠা বর্ধন, প্রধান শিক্ষক রাজকুমার সূত্রধর প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক আমন্ত্রণপত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শুক্রবার ১৩তম বিধানসভা অধিবেশনে প্রয়াত দুই বিধায়কের উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

দেশের পরম্পরাগত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য আমরা গর্বিত: মিনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। দেশের পরম্পরাগত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য আমরা গর্বিত। প্রত্যেক ভারতবাসী একে অপরের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত ৪৫দিন ব্যাপী ভাস্কর্য কর্মশালা পরিদর্শনে এসে কেন্দ্রীয় বিদেশ ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

তিনদিনের রাজ্য সফরের শেষ দিনে আজ প্রথমে তিনি ছবিমুড়া পরিদর্শন করেন। পরে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ভাস্কর্য কর্মশালা পরিদর্শনে আসেন তিনি। রাজ্যে এনইজেডসিসি ও ললিতকলা অ্যাকাডেমি যৌথভাবে এই কর্মশালা বাস্তবায়ন করছে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, কর্মশালায় যে সব ভাস্কর্য তৈরী করা হচ্ছে তা আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী ক্ষেত্র বারানসীর সৌন্দর্য্য বিকাশে বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় স্থাপন করা হবে। দেশে এই ধরণের উদ্যোগ প্রথম বারের মতো নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতি বছর প্রায় ১০ কোটি লোক বারানসীর দর্শনে যান। এই উদ্যোগের ফলে দেশ তথা বহির্বিশ্বের জনগণের নিকট ত্রিপুরার শিল্পীদের উৎকৃষ্ট কারিগরি পৌঁছে যাবে। এর ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি মানুষ আকর্ষিত হবে।

তিনি আরও বলেন, ছবিমুড়া, ঊনকোটির মতো রাজ্যের পর্যটন স্থলগুলিতে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ। এইগুলিকে আরও প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নজরুল কলাক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ও যুগ্ম অধিকর্তা সঞ্জীব চাকমা সহ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ। আজই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির প্রতিমন্ত্রী দিল্লির উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, কর্মশালাটিতে ৫০টি ভাস্কর্যকে রূপদান করা হচ্ছে বলে কর্মশালার কো-অর্ডিনেটর সুমন মজুমদার জানান।

নেতাজি স্কুল মাঠ কোনো ধরণের পার্কিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে না : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি: নেতাজি স্কুল মাঠে কোন ধরনের পার্কিং জায়গা করা হবে না এবং রাজ্য সরকারে এ ধরনের জোর করে কোন চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনাও ছিল না। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন তিনি বলেন, আগরতলা শহরে দিন দিন যানবাহন বাড়ছে। ফলে সব থেকে বড় যে সমস্যা এখন তা হচ্ছে পার্কিংয়ের। কিছুদিন পূর্বে একটি বৈঠকে শহরের কয়েকটি জায়গা নিয়ে আলোচনা হয় পার্কিং ব্যবস্থা করার জন্য। সেরকমই নেতাজি স্কুল মাঠ নিয়েও আলোচনা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তারা সম্মত হয় না। ফলে এই চিন্তাভাবনা থেকে দূরে চলে আসে নিগম।

তাঁর কথায়, শুধুমাত্র নেতাজি স্কুল নয় অন্যান্য বিকল্প অনেকটি জায়গা নিয়েও সেদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। যা ছিল প্রাথমিক আলোচনা মাত্র। কিন্তু কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল নেতাজি স্কুলের মাঠ নাকি পার্কিং ব্যবস্থা করে নষ্ট করে দেওয়া হবে বলে চেঁচাতে শুরু করে। যা করা হবার প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল তা ছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে পার্কিং ব্যবস্থা উপরের মাঠ যেরকম আছে সেরকমই তবে অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠ বানিয়ে যার উন্নতি করার প্ল্যান ছিল নিগম তথা রাজ্য সরকারের।

এদিন তিনি আরও বলেন, যেহেতু স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজী হয়নি সেজন্য পিছিয়ে আসা হয়। এরকমই আগরতলা শহরের আরো অনেকগুলি জায়গাকে পার্কিং জায়গা বানানোর চিন্তাভাবনা আছে নিগমের। কিছুদিন পূর্বেই স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল এবং জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ছয় কোটি টাকা রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে। ফলে স্বার্থান্বেষী মহল কে এ ব্যাপার নিয়ে রাজনীতি না করতে অনুরোধ রেখেছেন তিনি।

গাছের চাপা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধ, খোয়াই, ৫ ডিসেম্বর।। গাছের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে গেলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোর দিয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি জানিয়েছেন, আজ খোয়াই ধলাবিল পালপাড়া এলাকায় গাছ কাটতে গিয়েছিলেন সুকুমার মালাকার (৫০)। তাঁর বাড়ি খোয়াই পদ্মবিল এলাকায়। গাছ কাটার সময় গাছের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। সাথে সাথে তাঁর পরিবারকে খবর পাঠানো হয়েছে। তাঁকে উদ্ধার করে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে গেলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছে।

শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে জয়নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,৫ জানুয়ারি।। রাজ্যে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির হাত প্রসারিত করে রাজ্য সরকার একের পর এক বিদ্যালয়কে উন্নত থেকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা হাতে নিয়ে কাজ করে চলেছে। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা। বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা কে নিয়োগ করা হোক বিদ্যালয়ে দাবি এলাকাবাসীর।

জয়নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা চারমাস আগে উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু যে পরিমাণ শিক্ষক ন্যূনতম দরকার সেই পরিমাণ শিক্ষক এখনো এই বিদ্যালয়ে নেই। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে বিদ্যালয়টি।

বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে ৩৪৭ জন। তার মধ্যে নতুনভাবে শুরু হওয়া একাদশ শ্রেণীতে রয়েছে ২২জন। একাদশ শ্রেণীতে ইংরেজি বাংলা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস এবং শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়গুলি থাকলেও সেগুলি পড়ানোর জন্য রয়েছেন মাত্র দুইজন শিক্ষক একজন ইংরেজির এবং একজন বাংলার। বাকি বিষয়গুলি বিষয় শিক্ষক ছাড়াই অন্যান্য শিক্ষকদেরকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

তবে নিদারুণ অবস্থা রয়েছে এই বিদ্যালয়ের প্রাইমারি স্তরে। এই স্তরে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১২৫ জন ছাত্রছাত্রী থাকলেও শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র দুইজন। অর্থাৎ প্রতি শিক্ষক একসাথে দুটি ক্লাস করলেও সব সময়ই কোন একটি ক্লাস শিক্ষক ছাড়া ছাত্ররা বসে সময় কাটায়। দুপুরের স্তরে ১৪জন শিক্ষক এবং একজন প্রধান শিক্ষক থাকলেও প্রাইমারি স্তরে মাত্র দুই জন শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠন প্রক্রিয়া চলছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বল্পতা দূর করতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করুক দাবি জানিয়েছেন এলাকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ঃ সুযোগ নিচ্ছেন মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধ, সিপাহীজলা, ৫ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া ব্লকের অধীন নির্ভয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্ভয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ও উত্তর মহেশপুর পঞ্চায়েতের কাঠালিয়া কমিউনিটি হল মাঠে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যক্রম। উভয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। তিনি বলেন দেশের সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টা ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে পূর্ণ বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাই তিনি সকলের প্রতি সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন পুস্প ভৌমিক, ভাইস -চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ পাল, ব্লকের অতিরিক্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রতন নমঃ প্রমুখ। উভয় স্থানেই আইইসি ভ্যান এবং প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

বৃহস্পতিবার তুলাশিখর ব্লকের রসরাজনগর এবং পদ্মবিল ব্লকের পূর্ব রামচন্দ্র ঘাটের আখড়া বাড়িতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অনুষ্ঠান হয়। দুটি স্থানেই ছোট আকারে প্রশাসনিক শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক শিবির গুলোতে গ্রামের মানুষজন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। বন বিভাগের উদ্যোগে গ্রামের মানুষদের হাতে বিভিন্ন গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান দুটিতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার ভ্যান গাড়ির মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মূল্যবান বক্তব্য শুনেন গ্রামের মানুষজন।

তুলাশিখর ব্লকের রসরাজনগর এবং পদ্মবিল ব্লকের পূর্ব রামচন্দ্র ঘাটের আখড়া বাড়িতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অনুষ্ঠান হয়। দুটি স্থানেই প্রশাসনিক শিবির হয়। শিবিরে শিবিরে গ্রামের মানুষজন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান দুটিতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার ভ্যান গাড়ির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে তথ্যচিত্র দেখানো হয়। তেমনি, ভ্যান গাড়ি থেকে প্রচারিত বিকশিত ভারত গড়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন গ্রামের মানুষজন। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অনুষ্ঠান এদিন হয় গোমতী জেলার টেপানিয়া ব্লকের আমতলী পঞ্চায়েত এলাকায়।

নতুন হিট এ্যান্ড রান বিলের বিরুদ্ধে ধর্মনগরে বিক্ষোভ ট্যাঙ্কার চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে হিট এন্ড রান বিলকে কার্যকরী করতে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এই প্রস্তাবকে ধিক্কার জানিয়ে শুক্রবার ধর্মনগরের ইন্ডিয়ান অয়েল এবং আসাম অয়েলের অয়েল ট্যাংকার চালকরা একদিনের কর্মবিরতি পালন করেছে। এই বিলকে কোনোমতেই যেন সংসদে পাস হতে দেওয়া না হয় তার পক্ষে সারা দেশ জুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার সঙ্গে সামিল হয়েছে ধর্মনগরের ওয়েল ট্যাঙ্কার চালকরা।

তারা জানায় যদি ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো তাদের ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা কেনই বা গাড়ি চালাত। আর সাথে সাত বছরের জেল তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেওয়ার শামিল করা হয়েছে এই বিলে। তারা সরকারের কাজে সন্তুষ্ট এবং সরকারের সাথে রয়েছে তবুও এই বিল চালকদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তা তারা মেনে নিতে পারছে না বলে জানিয়েছেন।

প্রয়োজনে এই বিল পাস না হওয়ার জন্য চালকরা দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে এবং পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে দেশকে অচল করে দেবে বলে হুমকি দেয়।

২০২৪ সালে অর্থনীতির নিরিখে দ্রুততম বৃদ্ধি ভারতেরই, প্রকাশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কটের মধ্যেও অব্যাহত থাকবে ভারতের অগ্রগতি। ২০২৪ সালে বৃদ্ধির হারের নিরিখে ভারতীয় অর্থনীতিই 'সবচেয়ে দ্রুত বিকাশশীল' হবে বলে জানানো হল রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টে। বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা ২০২৪ শীর্ষক এক রিপোর্টে রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, ২০২৪ অর্থবর্ষেও বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে বৃদ্ধির নিরিখে ভারতই দ্রুততম হতে চলেছে। ওই রিপোর্টের পূর্বাভাস, চলতি বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশে পৌঁছতে পারে। বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের বাজারে অভ্যন্তরীণ চাহিদা রয়েছে এবং উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে শক্তিশালী বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতে বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু জোড়া যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধাক্কা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের (এল নিনোর প্রভাব) কারণে এ বছরের পূর্বাভাসে তা সামান্য কমানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টে ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ছাপিয়ে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৮.৮ শতাংশ। এ বারও 'প্রকৃত ফল' পূর্বাভাসের তুলনায় ভাল হবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, করোনার জেরে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি থমকে যাবে বলেই মত প্রকাশ করছিলেন কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ। কিছু সমীক্ষার ফলাফলেও সে ইঙ্গিত মিলছিল। যদিও রাষ্ট্রসংঘের এই সমীক্ষা কিন্তু সে ধারণার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছে। জানা যাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতেরই আর্থিক বৃ দ্রুততম। অন্য বড় অর্থনীতিগুলি করোনার ধাক্কা এখনও সামলাতে পারেনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, অতিমারি পরিস্থিতি এবং লকডাউনের ইতি ঘটার পরে চিনে বৃদ্ধির হার প্রত্যাশার চেয়ে কমেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব জুড়ে মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা। তবে ২০২৩ সালে মূল্যবৃদ্ধির হার তার আগের দু'বছরের তুলনায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণে বলে ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে। ২০২৪ সালে তা আরও কমে ৩.৯ শতাংশে পৌঁছতে পারে বলে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টের পূর্বাভাস। আর তা সত্য হলে ভারতের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ অনেকটাই বাড়ার আশা রয়েছে।

তেজস্বিনী মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জানুয়ারি।। আগামী রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধকবার্ষিকী ভবনে তেজস্বিনী মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে শুক্রবার উত্তর জেলার স্বয়ংসেবক সংঘের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মীনাক্ষী নাথ (জেলা প্রমুখ), লতিকা দাস (প্রান্তকূলের সদস্য), কনিকা মালাকার (তরণী সদস্য) এবং কাকুলি রাউত উত্তর জেলা প্রচারক প্রমুখ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই তেজস্বিনী মহিলা সম্মেলন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের তিন জেলাতে এই মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে রবিবার উত্তর জেলায় চতুর্থ জেলা হিসেবে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মহিলাদের একত্রিতকরণ এবং স্বশক্তিকরণ হচ্ছে এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। মহিলাদের দ্বারা আত্মনির্ভর স্বাভিমানী ভারতের নির্মাণ হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। অখণ্ড সংস্কৃতিক বিচার ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে মাতৃ শক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র এবং সমস্ত সৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করে চলা এ বিচারধারায় সমৃদ্ধ তেজস্বী মাতৃ শক্তির দ্বারা নবনির্মিত ভারতের নির্মাণ করতে মহিলাদের একত্রীকরণ একান্ত জরুরি। তাই সব মহিলাদের নিয়ে রবিবার অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি হতে চলেছে তেজস্বিনী মহিলা সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা উত্তর জেলার প্রতিটি মহিলা অর্থাৎ নারী-বোনদের এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে নারী শক্তির জানান দিতে আহ্বান জানান।

নেশা কারবারী সন্দেহে আটক এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ জানুয়ারি।। ভগবাননগর ২নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দা আজাদ আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ড্রাগস ব্যবসা করার অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে কৈলাসহর থানার পুলিশ তার নিজ ঘর থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে।

বর্তমানে ওই যুবক কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। অন্যদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আজাদ আলী ড্রাগস ব্যবসার সাথে জড়িত নয় বলেও দাবি করেছে। সে বলে আমি এই ব্যবসার সাথে জড়িত নই। আমি একজন অসুস্থ ব্যক্তি। পাশাপাশি পুলিশ গিয়ে আমার ছেলের খোঁজ নিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

৪৫ প্যাকেটে মোট ১৩২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৫ জানুয়ারি।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে আবারও সাফল্য পেয়েছে আমবাসা থানার গোপন। আমবাসা নাকা পয়েন্টে এক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪৫ প্যাকেটে মোট ১৩২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী। সাথে লরির চালকও সহ চালককে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৩ লক্ষাধিক টাকা হবে।

সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর আসে আজ ভোরে তেলিয়ামুড়া থেকে শিলংয়ের উদ্দেশ্যে গাড়ি করে গাজা পাচার করা হবে। সেই মোতাবেক আমবাসা নাকা পয়েন্টে পুলিশ উত পেতে বসে থাকে। তখন নাকা পয়েন্টে এএস০৯এসি৬৬৪৬ নম্বরের গাড়িকে আটক করে আমবাসা থানার পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ছোটো বড়ো মোট ৪৫ প্যাকেট শুঁকনো গাঁজা উদ্ধার করে। ৪৫প্যাকেটে মোট ১৩২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন ।সাথে গাড়ির চালকও সহ চালককে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন,বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৩ লক্ষাধিক টাকা হবে ।তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আদালতে ৪৯০২০ টি মামলা বিচারাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের আদালতগুলিতে ৩১শে অক্টোবর, ২০২৩ ইং পর্যন্ত মোট ৪৯০২০ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এরমধ্যে হাইকোর্টে ১২১১ টি এবং অন্যান্য নিম্ন আদালতে ৪৭৮০৯ টি (দেওয়ানী- ১১৮৯৬ টি, ফোজদারী- ৩৫৯১৩ টি) মামলা রয়েছে।

রাজ্যের হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ৩১শে আগস্ট, ২০২৩ইং পর্যন্ত ৫৩৫ টি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। সুপ্রিমকোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ৩১শে আগস্ট, ২০২৩ইং পর্যন্ত মোট ২৬৬টি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।

সিপিআইএম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এবং বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে আজ ১৩তম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন চলাকালীন এই তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করলো "কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স"

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি, ২০২৪ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজন করেছিল ''কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স' - যা সত্যিই উৎসবের মরসুমের এক শুভ সমাপ্তি বলা যায়।

''কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স'' হল এই প্রতিষ্ঠানের এক বার্ষিক আয়োজন। উৎসবের মরসুমে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকে ''শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার'' এবং ''চমক ভরা ধনতেরাস'' স্কিমে যে সব গ্রাহকরা গয়না কিনেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে ভাগ্যবান বিজয়ীদের বেছে নিয়ে মেগা ড্র পুরস্কার দেওয়া হয়। গত মাসের প্রথমে ত্রিপুরা এবং কলকাতায় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ৭টি শোরুমে উৎসবের মরসুম শেষে কেনাকাটার সঙ্গে যে কুপন দেওয়া হয়েছিল তার থেকে ৫ টি লাকি ড্র কুপন বাছাই করা হয়েছিল।

এই বছর, যে ৫ জন ভাগ্যবান স্কুটি জিতে নিয়েছেন তাঁরা হলেন ত্রিপুরার রঞ্জিত ঘোষ, স্বপন ভৌমিক, রুবিয়া দাস, চয়ন দাস ও কলকাতার সৌভিক রায়চৌধুরী। আজকের এই সুন্দর আনন্দ ও

খুশির দিনে তাদের হাতে স্কুটিগুলো তুলে দেওয়া হয়। 'এই বছর, এই চমক আরো বিশেষভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে - কারণ এটি ''স্বর্ণ সম্ভার'' স্কিমের ২১তম সংস্করণ, একইসঙ্গে ''চমক ভরজ্জ ধনতেরাস''-এর ১৮তম বর্ষের সংস্করণের শেষ পর্য্যায়ের উৎযাপন।' বলেছেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের এই যাত্রায় এটা উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক। আর যাঁদের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের নিয়ে উদযাপন করার মতো আনন্দ আর কোনো কিছুতেই হয় না।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা আরো বলেন, "ভাগ্যবান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। একইসঙ্গে বিজয়ীদের আরো সৌভাগ্য কামনা করছি। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কারণ, গ্রাহকরা যেভাবে উৎসবের মরসুমের এই বিশেষ প্রমোশনে সাড়া দিয়েছেন, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে আরো ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।' এই ''কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স'''' আয়োজনটি সত্যিই আনন্দের সঙ্গে শেষ হয়েছে। একইসঙ্গে এটাই বার্তা দিয়ে গেলো আগামী বছর বিবাহ আর উৎসবের মরসুম শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে আরো আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করা হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।